Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা

রোলঃ 23090120269

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবা

রোলঃ 23090120269

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হাবিবা, আইডিঃ 23090120269 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

উম্মে হাবিবা

(স্বাক্ষর)

উম্মে হাবিবা

আইডিঃ 23090120269

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

- প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা 5
- দ্বিতীয় অধ্যায়: সত্য ধর্ম ইসলাম 8
- তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামের সত্যতার যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ 42
- চতুর্থ অধ্যায়: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 51
- পঞ্চম অধ্যায়: আধুনিক যুগে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা 57
- ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামের সার্বজনীনতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 65
- সপ্তম অধ্যায়: ইসলামের বিকৃতি, ভুল ধারণা ও তার প্রতিকার 71
- অষ্টম অধ্যায়: ইসলামের ভবিষ্যৎ ও মানবতার মুক্তি 77
- নবম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ 81

▨ প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

বিষয়: "ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা"

১.১ ভূমিকা

মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হলো সত্যের অনুসন্ধান, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া। আদিকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন ও মতবাদের মাধ্যমে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণ করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবসৃষ্ট ধর্মব্যবস্থা বিকৃত হয়েছে, অনেক মতবাদ নিজেদের স্বার্থ ও সময়োপযোগী প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম এমন এক ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা তার আদ্যোপান্তে অপরিবর্তিত, সার্বজনীন ও যুক্তিসম্মত। ইসলামের মূলনীতি — এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ন্যায়, মানবতা, শান্তি ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলাম শুধু আচার বা উপাসনার ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি; যা মানুষকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়।

১.২ গবেষণার পটভূমি

ইসলাম এসেছে এমন এক সময়ে, যখন মানবসভ্যতা ছিল নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক বৈষম্যে পরিপূর্ণ। মানুষ এক আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, মূর্তিপূজা করত। যতরকম অন্যায় কাজ আছে, তারা তাতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই অন্ধকার যুগে আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য নাজিল করেন কুরআনুল কারীম, যা আল্লাহর চূড়ান্ত বাণী এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম এমন এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল যা জ্ঞান, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণের ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছিল। ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর বিকৃত ধারা থেকে মানুষকে মুক্ত করে সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করেছে।

তবে আধুনিক যুগে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে দেখা হয়, জীবনব্যবস্থা হিসেবে নয়। এই ভুল ধারণা দূর করাই এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো—

১. ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে যুক্তি, প্রমাণ ও ইতিহাসের আলোকে উপস্থাপন করা।

২. ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা।

৩. আধুনিক যুগের মানবসভ্যতায় ইসলামী নীতিমালার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা।

৪. ইসলামবিরোধী ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি দূর করা।

৫. বর্তমান সমাজে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা।

১.৪ গবেষণার গুরুত্ব

বর্তমান পৃথিবী ভোগবাদ, অন্যায়, বৈষম্য ও মানসিক অশান্তিতে ভরপুর। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে, ততই নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামই পারে মানুষকে নৈতিক দিকনির্দেশনা দিতে, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

এই গবেষণাপত্র তাই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ইসলামকে কেবল আচার নয়, বরং বিজ্ঞান, দর্শন, নৈতিকতা ও সামাজিক জীবনের সামগ্রিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করবে।

১.৫ সমস্যার বিবৃতি

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয় — কখনও উগ্রপন্থা হিসেবে, কখনও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু প্রকৃত ইসলাম শান্তি, মানবতা ও ন্যায়ের বার্তা দেয়।

এই থিসিসে আলোচনা করা হয়েছে:

১. কেন ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম?

২. ইসলাম কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়?

৩. কেন আধুনিক সভ্যতা ইসলামী নীতিমালা থেকে বিচ্যুত হয়ে অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে?

১.৬ গবেষণার প্রশ্নসমূহ

১. ইসলামের মূলনীতি কীভাবে মানবজীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
২. ইসলাম কেন অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অধিক যুক্তিসম্মত ও সার্বজনীন?
৪. আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আদর্শ কতটা কার্যকর হতে পারে?

১.৭ গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণার (Qualitative Research) ধাঁচে পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে—

প্রাথমিক উৎস: কুরআন, হাদীস, ইসলামী পণ্ডিতদের মূল গ্রন্থ।

গৌণ উৎস: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আধুনিক ইসলামিক স্কলারদের বই, জার্নাল, এবং নির্ভরযোগ্য অনলাইন গবেষণাপত্র।

গবেষণায় বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে ইসলামকে সত্য ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত করা যায়।

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাপত্রে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হলেও, সময় সীমাবদ্ধতার ও অন্যান্য কারণে ইসলামী আইন, অর্থনীতি বা রাজনীতির গভীর বিশ্লেষণ সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব হয়নি।

তবু মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম যে একমাত্র সত্য ধর্ম এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা— সেই বিষয়টি যুক্তিনির্ভরভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

▨ দ্বিতীয় অধ্যায়: সত্য ধর্ম ইসলাম

১.১ ধর্মের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ স্বভাবগতভাবে সত্য ও স্রষ্টার সন্ধানী।

কে আমাকে সৃষ্টি করেছে?

আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি?

আমার জীবনের লক্ষ্য কী?

মৃত্যুর পর আমার কী হবে?

এ প্রশ্নগুলো মানুষের ফিতরাতগত জিজ্ঞাসা।

ধর্ম সেই উত্তর দেয়—

যা মানুষকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক, নৈতিকতা, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, শাস্তি-পুরুস্কারের ধারণা দেয়।

ধর্ম ছাড়া মানুষ অন্ধ, উদ্দেশ্যহীন এবং দিকহীন হয়ে পড়ে।

১.২ সত্য ধর্মের বৈশিষ্ট্য

একটি ধর্ম সত্য হতে হলে—

১. স্রষ্টা প্রদত্ত হতে হবে

২. অবিকৃত থাকতে হবে

৩. সর্বজনীন হতে হবে

৪. বুদ্ধি-যুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে

৫. আখিরাতের সঠিক পথ দেখাতে হবে

৬. মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিতে হবে

এই সকল বৈশিষ্ট্য পূরণ করে কেবল **ইসলাম**

১.৩ ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ

ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়, বরং পূর্ববর্তী সব নবীদেরই ধর্ম—

আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.)— সকলেই মুসলিম ছিলেন।

কুরআনে বলা হয়েছে—

"তিনি তোমাদেরকে মুসলিম নাম দিয়েছেন।"

— সূরা হজ্জ: ৭৮

১.৩ কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামই সত্য ধর্ম

"إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ"

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম।"

— সূরা আলে ইমরান: ১৯

আরো বলা হয়েছে—

"وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ"

"ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কেউ গ্রহণ করলে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না।"

— সূরা আলে ইমরান: ৮৫

এখানে স্পষ্ট ঘোষণা:

সত্য ধর্ম হলো ইসলাম

বাকি সব মানবসৃষ্ট বা বিকৃত

১.৫ হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলামই সত্য

রাসূল ﷺ বলেছেন—

" যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরবে —কুরআন ও আমার সুন্নাহ — ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।"

(মালিক, মুওয়াত্তা)

১.৬ যুক্তিক ভিত্তিতে ইসলাম সত্য

ইসলাম— সৃষ্টিকর্তায় পূর্ণ বিশ্বাস দেয়

ইসলাম ঐক্যবদ্ধ মানবতা শেখায়,

ইসলাম বিজ্ঞান-সম্মত,
ইসলাম শির্ক, কুসংস্কার ও অবিচার থেকে মুক্ত
ইসলাম মানবকল্যাণে সর্বোচ্চ নির্দেশনা প্রদান করে
যুক্তি কখনোই মিথ্যার ওপর দাঁড়াতে পারে না।

১.৭ ইসলাম: একমাত্র অবিকৃত ধর্ম

যে ধর্ম সত্য, তা **অবিকৃত** থাকতে হবে। তার সবকিছু অবিকৃত থাকবে। ইসলামের মহাগ্রন্থ ঐশী বাণী আল-কুরআন।

কুরআন একমাত্র আসমানি কিতাব—

☑ যা আল্লাহ নিজে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন—

"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাজিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর সংরক্ষণকারী।"
— সূরা হিজর: ৯

আজও কুরআন—
একই অক্ষরে, একই উচ্চারণে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মুখে মুখে....

কুরআনের একটি অক্ষরেরও সামান্যতম পরিবর্তনও হয়নি। যে মহান গ্রন্থের রক্ষাকর্তা আল্লাহ তাআলা, সেই মহান গ্রন্থকে বিকৃত করার ক্ষমতা কারো নেই।
অপরদিকে—তাওরাত, ইনজীল, যবূর ইত্যাদি গ্রন্থগুলো—বহুবার পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়েছে। মানুষ নিজের সুবিধা ও স্বার্থমত সেগুলোকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে।

১.৮ ইসলাম: সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য

ইসলাম অন্য কোনো জাতি, সীমা বা সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। এটি **সর্বযুগের, সর্বমানবতার** ধর্ম। কুরআনে বলা হয়েছে—

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

"আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি
— সূরা আম্বিয়া: ১০৭

যে ধর্ম সর্বজনীন নয় — তা কখনো সত্য ধর্ম হতে পারে না।

১.৯ ইসলাম: পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত ধর্ম

ইসলাম সম্পূর্ণতা লাভ করেছে রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে।

আল্লাহ ঘোষণা করেন—

"اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছি...এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে পছন্দ করেছি।"

(সূরা মায়েদা: ৩)

ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম

ইসলাম সর্বশেষ ধর্ম

ইসলাম চূড়ান্ত ধর্ম

এর পরে আর কোনো নতুন ধর্মের প্রয়োজন নেই।

১.১০ ইসলাম: ন্যায়বিচারের ধর্ম

যেখানে ইসলাম, সেখানে—ন্যায়বিচার, সমতা, শান্তি।

আল্লাহ বলেন—

"তোমরা ন্যায়বিচার স্থাপন করো—

যদিও তা নিজের বা আপনজনের বিরুদ্ধে হয়।"

— সূরা নিসা: ১৩৫

ইসলামে মানুষ-মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই—

"আরবীর ওপর অনারবীর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই..." — হাদীস

১.১১ ইসলাম: শান্তির ধর্ম

ইসলাম শব্দের অর্থই—শান্তি, আত্মসমর্পণ, নিরাপত্তা

যেখানে শিরক জুলুম, অশান্তি— ইসলাম সেখানে মুক্তির আলো, শান্তির সুনির্মল বাতাস।

১.১২ ইসলাম: জীবনব্যবস্থার ধর্ম

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন,সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি, আদালত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সব কিছুর জন্য বিধান প্রদান করে।
যে ধর্ম কেবল উপাসনালয়ে সীমাবদ্ধ —তা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা নয়।

ইসলাম সবক্ষেত্রে উপস্থিত।
অতএব, ইসলাম হলো একটি ধারাবাহিক, সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত ধর্ম।

ইসলামের ইতিহাস ও মূলনীতি

২.১ ভূমিকা

ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়; এটি মানবজাতির সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য বার্তার ধারাবাহিক রূপ। আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবীই মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন। ইসলাম সেই আদিকালীন তাওহিদভিত্তিক ধর্মের পরিপূর্ণতা।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহর প্রেরিত প্রতিটি রাসূল নিজ জাতিকে সত্যপথে আহ্বান করেছেন, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের বার্তা বিকৃত হয়েছে। ইসলাম এসেছে এই বিকৃত ধর্মগুলিকে সংশোধন করে মানবজাতির জন্য এক চূড়ান্ত ও সংরক্ষিত জীবনব্যবস্থা হিসেবে।

২.২ ইসলামের আগমন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আগমন ছিল এমন এক সময়ে, যখন আরব সমাজে চরম নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অবিচার, নারীর প্রতি বৈষম্য, এবং মূর্তিপূজা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।
সে সময় মানুষ বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত, নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, দুর্বলদের ওপর অত্যাচার ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এই অবস্থায় ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা নিয়ে আসে।

কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

“আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য পাঠিয়েছি কেবল রহমত হিসাবে।”
(সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)

ইসলাম শুধু মক্কা বা আরবের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য এক সার্বজনীন জীবনপদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২.৩ নবী ও রাসূলদের ধারাবাহিকতা

ইসলাম বিশ্বাস করে যে মানবজাতির প্রতিটি যুগে আল্লাহ নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন।

কুরআনে উল্লেখ রয়েছে—

ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.....

“ প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসুল পাঠিয়েছি (এই সংবাদ দিয়ে) যে, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো.....।”
(সূরা আন-নাহল: ৩৬)

আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহিম (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.) — সবাই ইসলাম বা তাওহিদের একই বার্তা প্রচার করেছেন। তাদের মিশন ছিল এক — মানুষকে এক আল্লাহর উপাসনায় আহ্বান করা।
মুহাম্মদ ﷺ হলেন সেই ধারাবাহিকতার শেষ নবী, যার মাধ্যমে আল্লাহ ধর্মকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

اليوم أكملت لكم دينكم.....

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম.....।”
(সূরা আল-মায়িদা: ৩)

২.৪ ইসলাম ও পূর্ববর্তী ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে (ইহুদিধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ইত্যাদি) অনেক মৌলিক সত্য ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের হাতে তার বিকৃতি ঘটে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله-

"সুতরাং অভিসম্পাত তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে।"
(সূরা আল-বাকারা: ৭৯)

অন্যদিকে ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা সংরক্ষিত রয়েছে অবিকৃত অবস্থায়।

কুরআনে আল্লাহ পাক নিজেই ঘোষণা করে—

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষণক।"
(সূরা আল-হিজর: ৯)

ইসলাম তাই কোনো মানব-সৃষ্ট ধর্ম নয়; বরং একমাত্র ঐশী নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা যা আজও বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকে আছে।

২.৫ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভসমূহ (The Pillars of Islam)

ইসলামের ভিত বা ভিত্তি হলো পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভ। এই রুকনসমূহ হলো এমন মৌলিক ইবাদত ও কর্ম, যার মাধ্যমে একজন মুসলমান তার ঈমানকে পরিপূর্ণতা দেয় এবং আল্লাহর নিকট ঘনিষ্ঠ হয়। নবী করিম ﷺ বলেন —

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

(সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মানবজীবনের মৌলিক কাঠামো গঠন করে। এগুলো এমনভাবে সাজানো, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—সব পর্যায়ে ভারসাম্য বজায় রাখে।

১ কালিমা (ঈমান):
এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস। এটি ইসলামের ভিত্তি।

২ সালাত (নামাজ):
আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যের প্রতীক। এটি মানুষকে অহংকার, অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে।

৩ যাকাত: সমাজে সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা করে। ধনী-গরিবের ব্যবধান কমায়।

৪ সাওম (রোজা): আত্মসংযম, সহানুভূতি ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়।

৫ হজ: মুসলিম ঐক্যের প্রতীক; এটি মানবতার সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন।

কালেমা — ঈমানের সাক্ষ্য

সংজ্ঞা

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" — অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

এই ঘোষণা দ্বারা মানুষ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক হিসেবে গ্রহণ করে।এই কালেমাটাই ইসলামের প্রবেশদ্বার। এখানে দুইটি বিষয় আছে। একটি তাওহীদ বা একত্ববাদ আরেকটি রিসালাত। একজন মুসলমানকে কালেমার অর্থ, অন্তর্নিহিত অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

فاعلم انه لا اله الا الله .....

"অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই....."

— সূরা মুহাম্মাদ (৪৭:১৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

— (সহিহ বুখারী)

শাহাদাতের মাধ্যমে একজন মানুষ কুফরি ও শিরক ত্যাগ করে ইসলামের পতাকার নিচে আশ্রয় নেয়। এটি শুধু মুখের উচ্চারণ নয়, বরং হৃদয়ের বিশ্বাস ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ মান্য করার প্রতিজ্ঞা।

এই কালেমা -

-মানুষকে আল্লাহকেন্দ্রিক জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়

-অহংকার, ভোগবাদ ও মূর্তিপূজার বিপরীতে একত্ববাদের চেতনা জাগায়

-ইসলামী সমাজের মূল ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করে

এই কালেমা হল একজন মুসলিমের জীবনের মূলনীতি। এই কালিমা ঈমানের ভিত্তি এবং দুনিয়া আখেরাতের সামগ্রিক সফলতা ও কামিয়াবির মূল স্তম্ভ।

এই কালিমা বিশ্ব মানবতার প্রতি একজন মুসলিমের পয়গাম ও উপহার।

সালাত (الصلاة) — নামাজ

সালাত হলো নির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা, যেখানে দণ্ডায়মান, রুকু, সিজদা ও তাসবীহের মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করা হয়।

ঈমানের পরে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুটি হল নামাজ। নামাজ একটি অন্যতম বড় ইবাদত।আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান,তাওহীদ ও রিসালাতের পর সবচেয়ে বড় ফরজ হলো নামাজ। একজন মুসলিমের জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। কোরআন মাজীদের অর্ধশতাধিক আয়াত ও বহু হাদীসে নামাজের প্রতি জোর তাগিদ এসেছে। পরিপূর্ণ ধ্যান-খেয়ালের সাথে নামাজ আদায় করা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে,তার মনকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে, মন পরিষ্কার করে, মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিবেকবোধ জাগ্রত করে। আল্লাহর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে।

হুজুর সাঃ এর জামানায় যখনই কেউ মুসলমান হতো তখন সর্বপ্রথম তাকে নামাজ শিক্ষা দেওয়া হতো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওফাতের সময়ও বারবার নামাজের প্রতি তাগিদ করেছেন। ইসলামে কালেমার পর নামাজের স্থান সর্বাগ্রে।

হাদিস শরীফে এসেছে,

“যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না ইসলামে তার কোনই অংশ নেই”।
(মুসনাদে বাযযার)

আরেক হাদিসে এসেছে, “বান্দা ও কুফরের মাঝে পার্থক্য কারী হলো নামাজ ছেড়ে দেওয়া”।
(মুসলিম)

আরো এক হাদিসে এসেছে,

«من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلفً»

যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির‘আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

যে ব্যক্তির পরিপূর্ণ রূপে অজু করে, বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহ তাআলার ভয় নিয়ে নামাজে দাঁড়ায়, পরিপূর্ণ ধ্যান খেয়ালের সাথে নামাজ আদায় করে, সে বান্দা আল্লাহ তাআলার রহমত, দয়া ও ভালবাসার উপযুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে নামাজ পড়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার দ্বীন ও দুনিয়ায় সমস্ত কাজ সহজ করে দেন, তার পেরেশানি দূর করে দেন এবং তার জন্য আখেরাতে অনেক বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ।

কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তার শরীরে যেমন কোন ময়লা থাকে না তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বান্দার গুনাহকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

নামাজ অনেক বড় একটি ইবাদত। তাই গুরুত্ব সহকারে পরিপূর্ণ আদবের সাথে নামাজ আদায় করা উচিত।

কোরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون

অর্থ: আর যারা নিজেদের নামাজ সমূহের হেফাজত করে তারাই ওই সকল লোক যাদেরকে বেহেশতে সম্মানিত করা হবে।

(সূরা মাআরিজ, আয়াতঃ ৩৪ -৩৫)

আল্লাহ তাআলা আপন প্রিয় হাবিব সাইয়েদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করেছেন,

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

(সূরা ত্বহা,আয়াত :১৩২)

অর্থ : আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাজের জন্য হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনার দ্বারা আমি রুজি (উপার্জন)চাইনা, রিজিক তো আমিই আপনাকে দিব। উত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারীর মধ্যেই নিহিত।

সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অভাব অনটন ইত্যাদি দেখা দিত তখন তিনি পরিবারের সকলকে নামাজের আদেশ করতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালামের ও এই একই রীতি ছিল যখনই তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই তারা নামাজে মশগুল হয়ে যেতেন।

'তাম্বিহুল গাফেলিন' নামক কিতাবে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ, ফেরেশতাদের প্রিয় বস্তু, আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ। ইহা দ্বারা মারেফাতের নূর পয়দা হয়, দোয়া কবুল হয়, রিজিকে বরকত হয়। নামাজ ঈমানের মূল, শরীরের আরাম, দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্র, নামাজীর জন্য সুপারিশকারী, কবরের চেরাগ এবং উহার নির্জনতায়

মনোরঞ্জনকারী। মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তর, কেয়ামতের প্রচন্ড রোদে ছায়া, অন্ধকারে আলো, জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক, আমলের পাল্লার ওজন, দ্রুত পুলসিরাত পার করে দেয়, জান্নাতের চাবি।

“নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।”

— সূরা আনকাবুত (২৯:৪৫)

নবী ﷺ বলেন, “সালাত হলো দ্বীনের স্তম্ভ; যে তা কায়েম করে, সে দ্বীন কায়েম করে, আর যে তা ধ্বংস করে, সে দ্বীন ধ্বংস করে।”

— (বায়হাকী)

সালাত মুসলমানের জীবনে আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। এটি ঈমান ও আমলের যোগসূত্র। নামাজ মানুষকে আল্লাহভীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে।

-নামাজ আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করে

-নামাজ সমাজে সময়ানুবর্তিতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি করে

-নামাজ গোনাহ থেকে বিরত রাখে

যাকাত (الزكاة) — সম্পদের পরিশুদ্ধি

যাকাতের সংজ্ঞা ও অর্থ

‘যাকাত’ (الزكاة) শব্দটি আরবি “زكى” (যাকা) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ — পবিত্রতা, বৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি ও উন্নতি।

শরিয়তের পরিভাষায়, যাকাত হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত দরিদ্র ও প্রাপ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

যাকাত হলো আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী নিজের বৈধ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত ২.৫%) গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করা।

➡ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা:

“নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্জনের পর এক বছর পূর্ণ হলে, তার নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বিতরণ করাকে যাকাত বলা হয়।”

যাকাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

যাকাত ইসলামের **পাঁচটি রুকনের একটি**। এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি মহান ব্যবস্থা।

কুরআনের নির্দেশনা:

"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ"

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।"

— (সূরা আল-বাকারা, ২:৪৩)

"খোদার পথে যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্য দানার মতো; যা থেকে সাতটি শীষ গজায় এবং প্রত্যেক শীষে একশত দানা থাকে।"

— (সূরা আল-বাকারা, ২:২৬১)

হাদীসের বাণী:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) শাহাদাত, (২) সালাত, (৩) যাকাত, (৪) রোযা, (৫) হজ।"

— (বুখারী ও মুসলিম)

আরও বলেছেন,

"যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ বিষধর সাপ হয়ে তার গলায় পেঁচিয়ে ধরবে।"

— (বুখারী)

যাকাতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

১. **সম্পদের পরিশুদ্ধি:** যাকাত প্রদানকারীর সম্পদ হারাম ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়।

২. **আত্মার পরিশুদ্ধি:** দানশীলতার মাধ্যমে লোভ, হিংসা ও কৃপণতা দূর হয়।

৩. **সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা:** ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা হয়।

৪. **ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি:** মুসলিম সমাজে ভালোবাসা ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়।

৫. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** যাকাত দারিদ্র্য দূর করে সমাজে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে।

যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়

কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ..."

"যাকাত তো কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, নতুন মুসলিম, বন্দিমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে, ও মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত।"

— (সূরা আত-তাওবা, ৯:৬০)

৮ শ্রেণির লোক:

১. ফকির (অত্যন্ত দরিদ্র)

২. মিসকিন (কিছুটা স্বচ্ছল কিন্তু প্রয়োজনমতো নয়)

৩. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী

৪. নতুন মুসলিম (মুয়াল্লাফ)

৫. দাস-মুক্তির জন্য

৬. ঋণগ্রস্ত

৭. আল্লাহর পথে (জিহাদ, দাওয়াহ, শিক্ষা ইত্যাদি)

৮. মুসাফির (ভ্রমণে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি)

যাকাত প্রদানের নিয়ম ও পদ্ধতি

১. নিয়্যত (ইচ্ছা): যাকাত দিতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

২. **গোপনে বা প্রকাশ্যে প্রদান:** গোপনে দিলে রিয়াকারের আশঙ্কা কম, তবে সমাজে উৎসাহ দিতে প্রকাশ্যও করা যায়।

৩. **অগ্রাধিকার:** আত্মীয়, প্রতিবেশী ও দরিদ্র মুসলমানদের আগে দিতে হবে।

৪. **সঠিক হিসাব রাখা:** বার্ষিক সম্পদের নির্ভুল হিসাব করা জরুরি।

যাকাত না দিলে শাস্তি

"যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহকে গোপন করে রাখে, কিয়ামতের দিন তা তার গলায় আগুনের মালা হিসেবে পরানো হবে।"

— (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যে তার সম্পদের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ বিষাক্ত সাপ হয়ে তার গলায় পেঁচিয়ে ধরবে।"

— (বুখারী)

যাকাত কেবল একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং এটি ইসলামী অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এটি সমাজের দরিদ্র শ্রেণিকে সহায়তা করে এবং ধনীদের সম্পদকে পবিত্র করে। যে সমাজে যাকাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে দারিদ্র্য, হিংসা ও অসাম্য দূর হয়ে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাওম (الصوم) — রোজা

"সাওম" (الصوم) আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো — *বিরত থাকা* বা *নিজেকে সংযত রাখা*। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় রোজা হলো —

"নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও অন্যান্য রোজা ভঙ্গকারী কাজ থেকে বিরত থাকা।"

রোজার গুরুত্ব ও ফরজ হওয়ার দলিল

১ কুরআনের দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

— *(সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৩)*

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, রোজা ফরজ ইবাদত এবং এর উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন।

রোজার ইতিহাস

রোজা প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরজ করা হয়। সেই বছরেই রমজান মাসে প্রথম রোজা পালন করা শুরু হয়।

রোজার সময়সীমা

রোজা রাখার সময় হলো **সুবহে সাদিক (ভোর)** থেকে **সূর্যাস্ত পর্যন্ত**। এই সময়ে পানাহার, যৌন সম্পর্ক ও অন্যান্য রোজা ভঙ্গকারী কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়।

রোজার ফজিলত অসীম। হাদীসে এসেছে:

قال الله تعالى:

" الصوم لي وأنا أجزي به"

— আল্লাহ তায়া'লা এরশাদ করেছেন "রোজা আমার জন্য, আর আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ".

আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামা (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম (রোযা/রোজা/সিয়াম/ছিয়াম) পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরষ্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুন।
(সহীহ বুখারী)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ".

খালিদ ইবনু মাখলাদ (রহঃ) ... সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম (রোযা/রোজা/সিয়াম/ছিয়াম) পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।
(সহীহ বুখারী)

حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ".

ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শৃংখলিত করে দেয়া হয় শয়তানকে। (সহীহ বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

মুসলিম ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তাঁর পিছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যাক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।
(সহীহ বুখারী)

- ◇ রোজা আত্মসংযম শেখায়
- ◇ গুনাহ মাফের উপায়
- ◇ জান্নাতের দরজা "রাইয়ান" শুধু রোজাদারদের জন্য
- ◇ রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম

রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো **তাকওয়া অর্জন**, অর্থাৎ আল্লাহভীতি ও আত্মসংযম।
এছাড়া রোজা মানুষকে—

- ধৈর্যশীল করে,
- দরিদ্রের কষ্ট অনুভব করায়,
- সামাজিক সমতা ও সহানুভূতির বোধ জাগ্রত করে।

রোজা শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করার নাম নয় — বরং এটি আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির এক মহান উপায়।
রোজা মানুষকে তাকওয়া, ধৈর্য ও আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয় এবং সমাজে সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

হজ (الحج)

হজ্জের অর্থ ও সংজ্ঞা

‘হজ্জ’ (الحجّ) শব্দটি আরবি “قصد” (কাসদ) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ — ইচ্ছা করা, অভিপ্রায় করা, বা বিশেষ স্থানে আগমন করা।

শরীয়তের পরিভাষায়, হজ্জ হলো—

“নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট কাজসমূহ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গমন করাকে হজ্জ বলা হয়।”

অর্থাৎ, ইসলামী বিধান অনুসারে **বায়তুল্লাহ শরীফে (কাবা ঘরে)** গিয়ে নির্দিষ্ট রীতি ও কর্ম (ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ, আরাফাতে অবস্থান ইত্যাদি) সম্পাদন করাই হজ্জ।

হজ্জের গুরুত্ব ও মর্যাদা

হজ্জ ইসলামের **পাঁচটি রুকনের একটি**, যা কেবল সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

কুরআনের নির্দেশনা:

“আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ্জ করা ফরজ হয়েছে — যারা সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম।”

— (সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৭)

“তোমরা হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহর জন্য পূর্ণ কর।”

— (সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৬)

হাদীসের বাণী:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) শাহাদাত,

(২) সালাত,

(৩) যাকাত,

(৪) রোযা,

(৫) এবং বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ।”

— (বুখারী ও মুসলিম)

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ".

আদম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যাক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ (হজ্জ) করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তাঁর মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।

(বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ". قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " حَجٌّ مَبْرُورٌ ".

আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেনঃ হাজ্জ-ই-মাবরূর (মাকবূল হাজ্জ (হজ্জ)।
(বুখারী)

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ

হজ্জ তখনই ফরজ হয়, যখন নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূর্ণ হয়:

1. মুসলমান হওয়া
2. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া
3. বুদ্ধিমান হওয়া
4. স্বাধীন (দাস নয়) হওয়া
5. আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়া
6. হজ্জের পথে নিরাপত্তা থাকা
7. মহিলাদের জন্য মাহরাম থাকা (ভ্রমণের জন্য)

হজ্জের ধরনসমূহ

হজ্জ তিন প্রকার:

1. **হজ্জে ইফরাদ:**
   কেবল হজ্জের নিয়্যত করা (উমরাহ নয়)।
2. **হজ্জে কিরান:**
   একসাথে হজ্জ ও উমরাহর নিয়্যত করা।
3. **হজ্জে তামাত্তু:**
   আগে উমরাহ করা, তারপর হজ্জ করা (সবচেয়ে প্রচলিত ধরন)।

হজ্জের সময়

হজ্জের নির্দিষ্ট সময় হলো —

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

আরাফাতে অবস্থান (৯ যিলহজ্জ) ও ঈদের দিন (১০ যিলহজ্জ) হজ্জের মূল সময়কাল।

হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও তাৎপর্য

১. **আত্মসমর্পণ ও তাওহীদের প্রতীক** — আল্লাহর আদেশে জীবন উৎসর্গের শিক্ষা।

২. **ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক** — কোটি মুসলমান এক পোশাকে, এক কাতারে।

৩. **পাপমোচনের সুযোগ** — হজ্জে মাবরুর (গৃহীত হজ্জ) হলে নবজাতকের মতো পবিত্র হয়ে ফেরা।

4. **ত্যাগের প্রতীক** — হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানির স্মৃতি।

5. **সমতা ও ন্যায়ের শিক্ষা** — ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সকলেই একই রূপে আল্লাহর সামনে।

হজ্জ না করার শাস্তি

"যে ব্যক্তি হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, সে চাইলে ইহুদি বা খ্রিস্টান অবস্থায় মরুক।"

— (তিরমিজি, হাকিম)

অর্থাৎ, হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিলম্ব বা অবহেলা করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ।

হজ্জের সামাজিক ও বৈশ্বিক গুরুত্ব

১. **মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক।**

২. **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিনিময়।**

৩. **ইসলামি অর্থনীতি ও দাওয়াহ প্রচারের কেন্দ্র।**

৪. **ধর্মীয় ঐক্যের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা।**

৫. **আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার সুযোগ।**

হজ্জ কেবল একটি ধর্মীয় রীতি নয়; এটি মুসলিম জীবনের একটি **পরিপূর্ণ আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রক্রিয়া**।

এর মাধ্যমে মুসলমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, পাপমুক্ত হয়ে নবজীবনের সূচনা করে।

যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে হজ্জ সম্পন্ন করে, সে শুধু একজন "হাজী" নয়, বরং একজন "নবজীবিত মুমিন", যে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নবআলোকিত জীবন শুরু করে।

হজ মুসলমানদের ঐক্য, আত্মসমর্পণ ও ত্যাগের প্রতীক। এটি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের এক অনন্য প্রকাশ।
উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়,আত্মশুদ্ধি ও গুনাহ মোচনের সুযোগ মেলে,বিশ্ব মুসলিম সমাজে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পাঁচ স্তম্ভ শুধু আচার নয়; বরং একটি সম্পূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক কাঠামো যা সমাজে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

❀ ২.৬ ইসলামী আকীদা (বিশ্বাসব্যবস্থা)

'আকীদা' এর শাব্দিক অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের পরিভাষায় আকিদা অর্থ দৃঢ় ও মজবুত ঈমান, অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরা-খবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস।

ইসলামী আকীদা হলো তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত — অর্থাৎ আল্লাহ এক, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

এ বিশ্বাস মানুষকে সকল মিথ্যা দেবতা, কুসংস্কার ও জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত করে।

ইসলাম ধর্মে যেসব বিষয়ে ঈমান/ বিশ্বাস রাখতে হবে —
১. আল্লাহ তায়া'লার প্রতি বিশ্বাস
২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস
৩. নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস
৪. আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস
৫. পরকাল বা আখিরাতে বিশ্বাস
৬. তাকদিরে বিশ্বাস (ভাল-মন্দ উভয়ই আল্লাহর সিদ্ধান্ত)

আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস বলতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়কে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা বুঝায়।

১. আল্লাহর সত্তা ও তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা
২. আল্লাহর সিফাত / গুনাবলী সমূহে বিশ্বাস করা
৩. তাওহীদ বা আল্লাহর একত্রে বিশ্বাস করা

এই তাওহীদ বা একত্ববাদ আল্লাহ সত্তার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি ভাবে তার গুণাবলী ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ তাআলা একক সত্তার অধিকারী, তার সত্তায় কোন শরীক নেই, তার গুণাবলীতেও তিনি একক সত্তার অধিকারী। এবাদতের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত করতে হবে, অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না।

ইসলামের কালেমাতেই এই কথা বলা হয়েছে-

لا اله الا الله

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"

আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো সমকক্ষ, সদৃশ, স্ত্রী, সন্তান, অংশীদার কিছুই নেই। একত্ব তাঁরই মাঝে নিহিত। তাই তিনি পূর্ণতার অধিকারী, অদ্বিতীয়-এক। সুন্দর নামসমূহ, পূর্ণ শ্রেষ্ঠ গুণাবলী এককভাবে শুধু তারই।' (কুরতুবি)

মূলত পুরো কোরআন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাত; এমনকি সব নবি-রাসুলদের রেসালাতের আগমন হয়েছিলো এ একত্ব ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার জন্যই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক মাবুদ বা ইলাহ নেই। পুরো সৃষ্টিজগতেই রয়েছে এর পরিচয়, আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয়। কোরআনে অগণিত আয়াতে এ কথাটির প্রমাণ ও যুক্তি রয়েছে।

আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও কুদরতের বর্ননা কুরআনে এভাবে এসেছে -

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

অর্থ - আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত-পাক-পবিত্র। যা কিছু, আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু জমিনের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।'

(সুরা নিসা : আয়াত ১৭১)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

অর্থ- আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী)

(সূরা বাকারাহ, আয়াত :২৫৫)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَیَجۡمَعَنَّکُمۡ اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَةِ لَا رَیۡبَ فِیۡهِ ؕ وَ مَنۡ اَصۡدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِیۡثًا

অর্থ - আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?

(সূরা নিসা, আয়াত: ৮৭)

اَللّٰهُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّکُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ

অর্থ - আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়াই আকাশমন্ডলীকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন, যা তোমরা দেখছ, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের বন্ধনে বশীভূত রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গতিশীল আছে। যাবতীয় বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ

করেন, তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পার।

(সূরা রা'দ, আয়াত: ০২)

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخۡرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّکُمۡ ۚ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الۡفُلۡکَ لِتَجۡرِیَ فِی الۡبَحۡرِ بِاَمۡرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الۡاَنۡهٰرَ

অর্থ- তিনিই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন যা দিয়ে নানা প্রকার ফলফলাদি জন্মে তোমাদের জীবিকার জন্য। তিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যাতে সেগুলো তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলাচল করে আর তিনি নদীগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।

(সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩২)

سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ دَآئِبَیۡنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ

অর্থ - আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন বিরামহীনভাবে এবং তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।
(সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৩৩)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی

অর্থ- আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।

(সূরা ত্বহা, আয়াত: ৮)

اَللّٰهُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ مَثَلُ نُوۡرِهٖ کَمِشۡکٰوةٍ فِیۡهَا مِصۡبَاحٌ ؕ اَلۡمِصۡبَاحُ فِیۡ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ کَاَنَّهَا کَوۡکَبٌ دُرِّیٌّ یُّوۡقَدُ مِنۡ شَجَرَةٍ مُّبٰرَکَةٍ زَیۡتُوۡنَةٍ لَّا شَرۡقِیَّةٍ وَّ لَا غَرۡبِیَّةٍ ۙ یَّکَادُ زَیۡتُهَا یُضِیۡٓءُ وَ لَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٌ ؕ نُوۡرٌ عَلٰی نُوۡرٍ ؕ یَهۡدِی اللّٰهُ لِنُوۡرِهٖ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ یَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

অর্থ- আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর। তাঁর নূরের উপমা একটি তাকের মতই। তাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে। চিমনিটি উজ্জ্বল তারকার মতই। প্রদীপটি বরকতময় যাইতূন গাছের তেল দ্বারা জ্বালানো হয়, যা পূর্ব দিকেরও নয় এবং পশ্চিম দিকেরও নয়। এর তেল যেন আলো বিকিরণ করে, যদিও তাতে আগুন স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন তাঁর নূরের দিকে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমাসমূহ উপস্থাপন করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

(সূরা আন-নূর, আয়াত :৩৫)

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْن

আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
(সূরা আর রূম, আয়াত: ১১)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْن

অর্থ- আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযক দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) অংশীদার মান্য কর তাদের মধ্যে কেউ আছে কি এ সবের কোন কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে অংশীদার গণ্য করে আল্লাহ তাদের থেকে পবিত্র, বহু ঊর্ধ্বে।

(সূরা আর রূম, আয়াত: ৪০)

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ؕ

অর্থ- আল্লাহকে, যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব’?

(সূরা আস সফফাত, আয়াত: ১২৬)

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ۟

অর্থ - আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা আর তিনি সব কিছুর অভিভাবক এবং কর্ম সম্পাদনকারী।

(সূরা আয যুমার,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

অর্থ - তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?
(সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬২)

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদেরকে রিযক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়;

(সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬৪)

শিরক হলো তাওহীদের বিপরীত। আল্লাহ তাআলার সত্তা গুণাবলী ও ইবাদতে কাউকে শরিক বা অংশীদার বানানো হলো শিরক।

এমনিভাবে আল্লাহর গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শিরক করা, যেমন মানুষের কোন কল্যাণ সাধন কিংবা বিপদমোচন এসব বিষয়ে কোন সৃষ্টিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা শিরক।

আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরিক করা যেমন সূর্যের পূজা করা, যীশুর পূজা, আগুনের পূজা সবই শিরক। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরকের অপরাধ মাফ করবেন না।

ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান বা বিশ্বাস

ফেরেশতারা আল্লাহতালার এমন এক মাখলুক যারা নূরের তৈরি, যারা মানুষও না আবার জীনও না। তারা নূরের তৈরি। তারা যাবতীয় মানবীয় গুণাবলী থেকে মুক্ত, নিষ্পাপ। তারা আল্লাহর কোন আদেশ অমান্য করে না, বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে। অগণিত ও বিপুল শক্তির অধিকারী।

তারা আল্লাহ তাআলার হুকুমে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। কেউ আমলনামা লেখার কাজে, কেউ জমিনে রিযিক বিতরণের কাজে, কেউ রহমত বর্ষণের কাজে, এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টির বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন।

ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন বড় বড় ফেরেশতা হলেন:

জিব্রাইল (আঃ)- তিনি নবীদের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। আল্লাহ তায়া'লা যখন যা আদেশ করেন, তা কর্তব্যরত ফেরেশতাদের কাছে পৌছান।

মীকাঈল (আঃ)- তিনি আল্লাহর নির্দেশে মেঘ প্রস্তুত, বৃষ্টি বর্ষানো, রিজিক সরবরাহ করেন।

ইসরাফিল (আঃ)- তিনি রুহ সংরক্ষণ ও শিঙ্গায় ফু দিয়ে দুনিয়া ভাঙা গড়ার দায়িত্বে আছেন।

আজরাইল (আঃ)- তিনি জীবের প্রাণ হরণের কাজে নিয়োজিত।

নবী রাসুলের প্রতি বিশ্বাস

মানুষ ও জিনকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে যে কিতাব প্রেরণ করেন, সে কিতাবের ধারক বা বাহক বানিয়ে, তা সঠিকভাবে বুঝানোর ও ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে হুবহু পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যাদেরকে নবী বা পয়গম্বর বলা হয়। নবীদের মধ্যে যারা আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে রাসুল বলা হয়।

নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ, তাঁদের দ্বারা কোন খারাপ কাজ সংগঠিত হয় না।

নবী-রাসুল মানুষ, তারা খোদা নন, খোদার পুত্র বা খোদার কোন রুপান্তর নন। বরং তারা খোদার প্রতিনিধি যারা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য খোদা কর্তৃক প্রেরিত।

তারা মনগড়া কোনো কথা বলেন না বরং তাদের প্রতি যে ওহী বা আল্লাহর বানী অবতীর্ণ হয় তাই মানুষের কাছে হুবহু পৌছে দেন।

প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরে আর কোন নবী রাসূল আসবেনা। এরপরে যারা নবী হওয়ার দাবি করবে তারা সবাই ভন্ড, কাফের।
হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসুল এসেছেন তারা সকলেই সত্য পয়গম্বর ছিলেন। তাদের সবার প্রতি ঈমান রাখতে হবে। তবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পর পূর্ববর্তী সকল নবীর শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে তাই এখন শুধু মুহাম্মদ সাঃ এর শরীয়ত ও তার আনুগত্যই চলবে।

আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবীদের মাধ্যমে তার বাণী সমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এই বাণী, আদেশ নিষেধের সমষ্টিকে কিতাব বলা হয়। মোট ১০৪ টি আসমানী কিতাব পাঠানো হয়। এর মধ্যে চারটা বড় কিতাব।

তাওরাত : হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল হয়।

যবূর: হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়।

ইঞ্জিল: হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত আসল ইঞ্জিল আসলে পৃথিবীতে কোথাও নেই। বর্তমানে ইঞ্জিল বা বাইবেল নামে যে কিতাব আছে তা মূলত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার বহু বছর পর কিছু লোক রচনা করেছিল। তারপর যুগে যুগে পন্ডিত বা পাদ্রীরা তাতে তাদের মনমতো সংযোজন, বিয়োজন,

পরিবর্তন, পরিবর্ধন করেছে। তাই একে আর কোনমতেই আসমানী ইঞ্জিল বলে মেনে নেওয়া যায় না বরং এটা এখন মানুষের মনগড়া, বিকৃত, মানব রচিত ইঞ্জিল -আসমানী কিতাব নয়।

আল কুরআন : সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ কিতাব। সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবিনশ্বর, অবিকৃত, সর্বশেষ কিতাব। এরপরে আর কোন কিতাব অবতীর্ণ হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবের বিধানই চলবে। কুরআন আসার পর পরবর্তী সকল কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। কুরআনের হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন তাই একে বিকৃত করার সামর্থ্য পৃথিবীর কারো নেই।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস :

আখেরাত বা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করার অর্থ হলো মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন হাশর জান্নাত জাহান্নাম পুলসিরাত ইত্যাদি সব বিষয়ে বিশ্বাস রাখা।

নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের প্রতি ঈমান রাখা :

ক. কবর

প্রত্যেক মানুষকে কবরে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে -

১.তোমার রব কে?

২.তোমার দ্বীন ধর্ম কি?

৩.তোমার রাসূল কে?

যখন নেক বান্দা এসব প্রশ্নের উত্তর ঠিকভাবে দিতে পারবে তখন তার কবরের মধ্যেই শান্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তার কবরের সাথে জান্নাতের যোগাযোগ করে দেওয়া হবে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা এসব প্রশ্ন-উত্তর দিতে না পারার কারণে কবরের মধ্যেই তাদের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে, তাদের কবরের সাথে জাহান্নামের সংযোগ করে দেওয়া হবে।

খ. শেষ বিচার:

কেয়ামতের সময় সিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর আবার আল্লাহ তাআলার হুকুমে আর একবার সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সব জীন, ইনসান ও যাবতীয় মাখলুক পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

পুনর্জীবিত হয়ে সবাইকে আল্লাহ তায়ালার সামনে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে । কেয়ামতের দিন মানুষের ভালো-মন্দ কাজ সমূহ দাঁড়িপাল্লা বা মিজান নামক পরিমাপযন্ত্রে পরিমাপ করা হবে। যার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে, ভালো কাজ বেশি হবে মন্দ কাজের তুলনায় সে কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যার খারাপ কাজ ভালো কাজের তুলনায় বেশি হবে, সে ব্যর্থ, ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কেয়ামতের ময়দানে মানুষের সারা জীবনের কর্ম বৃত্তান্ত, যার নাম আমলনামা তা উড়িয়ে দেওয়া হবে। নেককার ব্যক্তি তার আমলনামা ডান হাতে আর বদকার ব্যক্তি তার আমলনামা বাম হাতে পাবে।

গ.হাউজে কাউসার

যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীনকে মেনে নিবে, সুন্নতকে পূর্ণভাবে পালন করবে কেয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটি হাউস থেকে পানি পান করাবেন যার নাম হাউজে কাউসার। এই হাউজের পানি পান করার পর কেউ পিপাসার কষ্ট অনুভব করবে না।

ঘ. পুলসিরাত

কেয়ামতের মাঠ চারিদিক থেকে জাহান্নামের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। এই জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন করা হবে, যা চুলের চেয়েও সরু ও তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। সবাইকেই এই পুল পার হতে হবে। এই ভয়ংকর পুল মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী পার হবে। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। মোটকথা যে যেরকম নেক আমল করবে সে সেরকম গতিতে পুল পার হবে।

আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা এটা পার হতে পারবে না, জাহান্নামে পড়ে যাবে।

ঙ. শাফায়াত

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলেম, হাফেজ, প্রমুখরা বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার অনুমতি পাবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক প্রকারের সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

চ. জান্নাত

যারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে নবীজির সুন্নতের পাবন্দি করে আল্লাহ তাআলা যেভাবে চলার হুকুম দিয়েছেন সেভাবে চলে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন সব নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন যা কোন চোখ কোনদিন দেখেনি,যা কোন কান কোনদিন শুনেনি এবং যা কোন অন্তর কল্পনাও করতে পারবে না। এইসব অবর্ণনীয় নেয়ামতের স্থান হলো জান্নাত বা বেহেশত। জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং তার সৃষ্ট রূপে বিদ্যমান এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। নেককার মুমিন বান্দাগণ সেখানে চিরকাল অবস্থান করবেন । বেহেশত হল আটটি।

ছ.জাহান্নাম

অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ তাআলার হুকুমের অবাধ্যতা করেছে, নবীজির সুন্নতের বিরোধিতা করেছে, তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করা আছে। এইসব পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কে আগুন, গরম পানি, সাপ, বিচ্ছু বিভিন্ন রকম ভয়াবহ জিনিস দিয়ে শাস্তি দেওয়ার যে স্থান আল্লাহতায়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন সেটা হলো জাহান্নাম। জাহান্নামের সাতটি স্তর বা দরজা আছে। শাস্তির ধরন একেক স্তরে এক এক রকম হবে।

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদীর অর্থ পরিকল্পনা বা নকশা। আল্লাহ তাআলা সব কিছু সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি জগতের একটি নকশা লিখে রেখেছেন, সবকিছুর পরিকল্পনা করে রেখেছেন এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই তকদির বলা হয়। এই পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী সবকিছু হয়েছে এবং হবে। অতএব ভালো-মন্দ সবকিছু সেই নকশা অনুসারেই হবে, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই হবে এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

সবকিছু ঘটার পূর্বে আল্লাহ তাআলার অনাদি- জ্ঞান সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত এবং তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সংঘটিত হয়।

মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবে, পরিশ্রম করবে, ফলাফল আল্লাহ তায়ালা তাকদ্বীরে যা রেখেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। কোন অসাধ্য বিষয়ে আল্লাহ কোন হুকুম ও বিধান দেননি।
আল্লাহ তাআলা কাউকে কোন কিছু দিতে বাধ্য নন, তার ওপর কারো হুকুম চলে না। তিনি যা দেন তা সবই তার অনুগ্রহ ও মেহেরবানী মাত্র।

এই বিশ্বাসসমূহ মানবজীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি বা স্তম্ভ ও প্রধান আকীদা সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

▧ তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামের সত্যতার যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

৩.১ ভূমিকা

ইসলাম শুধুমাত্র বিশ্বাস বা আস্থার ধর্ম নয়; এটি যুক্তি, প্রমাণ এবং বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।
আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার মানুষকে আহ্বান করেছেন চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করতে।

“তারা কি চিন্তা করে না?”
(সূরা আল-আন’আম: ৫০)

ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হয়—

- ◇ বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দ্বারা,
- ◇ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার মাধ্যমে,
- ◇ ইতিহাস ও মানবজীবনের প্রমাণ দ্বারা।

এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামের সত্যতা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব:
১. বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক যুক্তি,
২. বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব প্রমাণ,
৩. ঐতিহাসিক ও সামাজিক সত্য।

৩.২ ইসলামের সত্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি

৩.২.১ তাওহিদের যৌক্তিকতা

মানব মস্তিষ্ক সহজাতভাবে এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা, নক্ষত্রের গতি, প্রকৃতির ভারসাম্য—সবকিছুই নির্দেশ করে এক মহান পরিচালকের দিকে।

কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

الذي خلق سبع سماوات طباقا ماترى في خلق الرحمن من تفاوت-

“তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে; তুমি দয়াময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসামঞ্জস্য দেখবে না।”
(সূরা আল-মুলক: ৩)

একাধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো।
এই যুক্তিই প্রমাণ করে — একমাত্র আল্লাহই সত্য ইলাহ, আর তাঁর প্রেরিত ধর্ম ইসলামই সত্য।

৩.২.২ নবুওয়তের যুক্তি

মানবজাতি নিজের বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু জানতে পারে না। যেমন, নৈতিকতা, আখলাক, পরকাল, আল্লাহর নির্দেশ — এগুলো জানাতে প্রয়োজন নবীর দিকনির্দেশনা।

মুসলমানদের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এমন একজন ব্যক্তি- যার জীবন, চরিত্র, শিক্ষা ও বার্তা ইতিহাসের যেকোনো মহান ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ।

ইসলামের প্রমাণের অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো নবীর (সা.) জীবন ও চরিত্র— তাঁর সততা, ধৈর্য, দয়া, ন্যায়প্রবণতা ও সমাজগঠনে অনন্য দক্ষতা। সাহাবা ও সমসাময়িকরা তাঁকে “আল-আমীন” (বিশ্বাসযোগ্য) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। নবীর ব্যক্তিগত জীবন, আচরণ ও শিক্ষা কেবল বক্তৃতা নয় — একটি বাস্তব ঐতিহাসিক অনুশীলন ছিল, যা সমাজে দ্রুত ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিল।

তাঁর কোনো শিক্ষা মানবসৃষ্ট নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবকল্যাণমুখী। কুরআন মাজীদে এসেছে -

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
“আর সে মনগড়া কথাও বলে না, তা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।”
(সূরা আন-নাজম: ৩-৪)

৩.২.৩ কুরআনের অলৌকিকতা

কুরআন ইসলামের সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এটি এমন এক গ্রন্থ যা—

সাহিত্যিক দিক থেকে অতুলনীয়,
বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ,
১৪০০ বছরেও অবিকৃত,
এবং মানুষের মন ও সমাজে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

কুরআনের ভাষাগত উৎকর্ষ এমন যে, কেউ তার সমতুল্য কোনো আয়াত রচনা করতে পারেনি।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন -

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.... -

“আমি আমার বান্দাদের প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও ।”
(সূরা আল-বাকারা: ২৩)

এটি এমন একটি চ্যালেঞ্জ যা আজও কেউ পূরণ করতে পারেনি।

“এ কুরআন এমন নয় যে, এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা রচিত হতে পারে; বরং এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন এবং সর্ববিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।”
(সূরা ইউসুফ: ১১১)

কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তত্ত্বগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান— ধর্ম, ইতিহাস, আইন ও নৈতিকতা— সেসব একে অপরকে পরিপূরক করে। কুরআনের ভেতরের বিরোধহীনতা ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে এটি মানুষের কল্পিত সংকলন নয়।

৩.৩ ইসলামের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

৩.৩.১ ভ্রূণবিজ্ঞান ও মানবসৃষ্টি

কুরআনে ভ্রূণের বিকাশের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা আধুনিক বিজ্ঞান কেবল সাম্প্রতিক যুগেই জানতে পেরেছে।
কুরআন মাজীদে এসেছে -

لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.....

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে স্থাপন করেছি। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট বাধা রক্তে,অতঃপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে,অতঃপর হাড্ডিকে আবৃত করি মাংস দিয়ে অতঃপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত করি । কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান। "
(সূরা আল-মু'মিনুন: ১২–১৪)

প্রখ্যাত এমব্রিওলজিস্ট ড. কিথ মুর কুরআনের এই বর্ণনাকে "অবিশ্বাস্যরূপে সঠিক" বলেছেন।
এটি প্রমাণ করে, কুরআন কোনো মানুষের লেখা নয়।

৩.৩.২ মহাবিশ্বের প্রসারণ

কুরআনে বলা হয়েছে—

والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون-

"আমি নিজ হাত দ্বারা আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্যই মহা প্রশস্তকারী ।"
(সূরা আয-যারিয়াত: ৪৭)

এই ধারণা (expanding universe) বিজ্ঞানীরা মাত্র গত শতকে আবিষ্কার করেছেন।
কিন্তু কুরআন ১৪০০ বছর আগেই এই সত্য ঘোষণা করেছে।

৩.৩.৩ পর্বতের স্থিতিশীল ভূমিকা

কুরআনের আয়াত-

والجبال اوتادا

“আর পর্বতগুলোকে কি কীলক বানাইনি ?”
(সূরা আন-নাবা: ৬–৭)

আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে পর্বত পৃথিবীর ভূত্বককে স্থিতিশীল রাখে, যেন তা কাঁপে না।
এটি ইসলামের ঐশী জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

৩.৩.৪ সমুদ্রের মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধকতা

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان -
“দুটি সাগরকে তিনিই প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয় কিন্তু তা সত্বেও তাদের মাঝে রয়েছে এক অদৃশ্য আড়াল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না ”।
(সূরা আর-রাহমান: ১৯–২০)

আধুনিক সামুদ্রিক গবেষণায় দেখা গেছে, মিঠা ও লবণ পানির মাঝে একটি অদৃশ্য স্তর (barrier) থাকে, যা মিশে যেতে বাধা দেয়।
এই সত্য ২০শ শতাব্দীর আগে কেউ জানত না।

নোট: এখানে লক্ষ্যনীয়— কুরআনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের বই লেখা নয়; তবে কুরআনের নির্দিষ্ট বিবরণগুলো অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে— যা ইসলামের ঐশী উৎসের সম্ভাবনাকে শক্তি দেয়।

৩.৪ ইসলামের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রমাণ

৩.৪.১ ইসলামের প্রাথমিক বিস্তার

মাত্র ২৩ বছরের নবুয়তের জীবনকালে ইসলামের প্রচার এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছিল যা মানব ইতিহাসে অনন্য।

কোনো সেনাবাহিনী বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল ন্যায়, সত্য, নৈতিকতা ও আচরণের মাধ্যমে।

আজ ইসলাম বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল ধর্ম — যা তার সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার সাক্ষ্য দেয়।

৩.৪.২ ইসলামী সভ্যতার অবদান

মানবসভ্যতার বিকাশ কোনো একক জাতি বা গোষ্ঠীর অবদান নয়; বরং যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি এতে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো— ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ, যেখানে মুসলিম মনীষীরা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিকতাসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন।

মুসলমানদের এই অবদান শুধু মুসলিম সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইউরোপের রেনেসাঁ তথা নবজাগরণের পেছনেও তাদের অবদানই ছিল প্রধান চালিকাশক্তি।

১. জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চায় মুসলমানদের ভূমিকা

ইসলাম জ্ঞান অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথম ওহি থেকেই মানবজাতিকে জ্ঞানের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে —

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থাৎ, "তোমার প্রতিপালকের নামে পড়ো যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক: ১)

এই আহ্বানেই মুসলিম জাতি জ্ঞানচর্চায় বিপ্লব ঘটায়। খলিফা হারুনুর রশীদ ও আল-মামুনের যুগে (আব্বাসীয় খিলাফত) বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় **'বাইতুল হিকমা'** (House of Wisdom), যেখানে গ্রিক, রোমান, পারস্য ও ভারতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার অনূদিত ও বিকশিত হয়।

২. বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম মনীষীদের অবদান

(ক) চিকিৎসাবিদ্যা

- **আবু আলী ইবনে সিনা (Avicenna)** – তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *"আল-কানুন ফিৎ তিব্ব"* বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **আল-রাযি (Rhazes)** – তিনি বস্তুজগৎ ও শরীরবিজ্ঞানে বহু নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, বিশেষত গুটিবসন্ত ও হাম রোগ নির্ণয়ে তাঁর অবদান অম্লান।

(খ) গণিত

- **আল-খাওয়ারিজমি (Al-Khwarizmi)** – তিনিই Algebra (الجبر) শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং 'Algorithm' শব্দটি এসেছে তাঁর নাম থেকেই।
- **উমর খৈয়াম** – তিনি ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানে বিশেষ অবদান রাখেন এবং ক্যালেন্ডার সংস্কারে তাঁর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

(গ) জ্যোতির্বিজ্ঞান

- **আল-বিরুনি** – তিনি পৃথিবীর পরিধি নিরূপণ, ভূগোল ও ক্যালেন্ডার নিয়ে গবেষণা করেন।
- **ইবনে শাতির** – তাঁর সৌরজগতের মডেল পরবর্তীতে কপর্নিকাসের তত্ত্বে প্রভাব ফেলেছিল।

(ঘ) রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান

- **জাবির ইবনে হাইয়ান (Geber)** – তাঁকে বলা হয় "রসায়নের জনক"। তিনি এসিড, ক্ষারক ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।
- **ইবনে হাইসম (Alhazen)** – অপটিক্স বা আলোবিজ্ঞানে তাঁর কাজ পরবর্তীকালে নিউটন ও গ্যালিলিওর গবেষণার ভিত্তি তৈরি করে।

৩. দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানে মুসলিম অবদান

- **ইবনে খালদুন** – সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসলেখনের অগ্রদূত। তাঁর গ্রন্থ *"আল-মুকাদ্দিমাহ"* আজও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
- **আল-গাজ্জালী** – ইসলামী দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দার্শনিকদের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

৪. শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় মুসলমানদের ভূমিকা

মুসলমানরা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন — যেমন **কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, করদোভার বিশ্ববিদ্যালয়, নিশাপুর ও বাগদাদের মাদ্রাসা** প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানই ছিল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার আদিরূপ।

সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস, ও নৈতিক শিক্ষায়ও মুসলমানরা বিশাল ভূমিকা রাখেন। আরবি ও ফারসি সাহিত্যের প্রভাব মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

৫. স্থাপত্য ও শিল্পকলায় অবদান

- ইসলামী স্থাপত্যশৈলী বিশ্বের অন্যতম মনোমুগ্ধকর শিল্পধারা। স্পেনের **আলহাম্বরা প্রাসাদ**, ভারতের **তাজমহল**, তুরস্কের **নীল মসজিদ**, এবং জেরুজালেমের **ডোম অব দ্য রক** মুসলিম শিল্পরুচির অমর নিদর্শন।
- ক্যালিগ্রাফি, জ্যামিতিক নকশা, ও আরবেস্ক শিল্পে মুসলমানদের সৃজনশীলতা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়।

৬. ইউরোপীয় নবজাগরণে ইসলামী অবদান

ইউরোপ যখন অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত ছিল, তখন মুসলিম পণ্ডিতরা আন্দালুসিয়া (স্পেন) ও বাগদাদে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। গ্রিক দর্শন, চিকিৎসা, গণিত ও বিজ্ঞানের অনুবাদ তারা সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটিয়ে ইউরোপে পৌঁছে দেন। এর ফলেই ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়।

সভ্যতার বিকাশে মুসলমানদের অবদান কেবল ইতিহাসের গৌরব নয়, বরং আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। মুসলিম মনীষীরা জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধন করেছিলেন, তা মানবজাতির চিরস্থায়ী সম্পদ।

যে ধর্ম মানুষকে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়, সেটি কখনও অন্ধবিশ্বাসনির্ভর হতে পারে না।

“জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।” (হাদীস: ইবনে মাজাহ)

৩.৪.৩ ইসলামের নৈতিক প্রভাব

ইসলাম ব্যক্তিকে আত্মসংযম, সততা, দয়া, ন্যায় ও মানবতার শিক্ষা দেয়।

যে সমাজ ইসলামী মূল্যবোধে পরিচালিত হয়, সেখানে দুর্নীতি, বৈষম্য ও অপরাধ হ্রাস পায়।

এই নৈতিক কার্যকারিতা ইসলামের সত্যতার অন্যতম বাস্তব প্রমাণ।

৩.৫ যুক্তি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে ইসলামের সমন্বয়

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা বিশ্বাস, যুক্তি ও বিজ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

এটি মানুষকে অন্ধবিশ্বাসে নয়, বরং চিন্তা ও প্রমাণের মাধ্যমে ঈমান আনতে শেখায়।

কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ মানবজীবনের কল্যাণে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

যেমন—

রোজা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী,

যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে,
নামাজ মানসিক প্রশান্তি দেয়।

৩.৬ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে ইসলামের সত্যতা যুক্তি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং একমাত্র সত্য ও যুক্তিসঙ্গত জীবনব্যবস্থা, যা সময় ও স্থান নির্বিশেষে টিকে আছে এবং থাকবে।

▧ চতুর্থ অধ্যায়: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

৪.১ ভূমিকা

ইসলাম কেবল নামাজ, রোজা, হজ বা যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

এ কারণেই ইসলামকে শুধু "ধর্ম" বলা যথেষ্ট নয়— এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (Complete Way of Life)।

ইসলাম এমন একটি সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবই আল্লাহর বিধানের আওতায় আসে।আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন :

".....আমি তোমার প্রতি এ কিতাব অর্থাৎ কোরআন নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ....."

(আন নাহাল, আয়াত:৮৯)

৪.২ ইসলামের জীবনদর্শনের ভিত্তি

ইসলামের জীবনব্যবস্থা তিনটি মৌলিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে:

১ আকীদা (বিশ্বাসব্যবস্থা) — আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, নবুয়ত, কিয়ামত ইত্যাদি।

২ ইবাদাহ (উপাসনা ও আল্লাহর আনুগত্য) — নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ।

৩ মু'আমালাত ও আখলাক (আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক) — পরিবার, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, ন্যায়বিচার প্রভৃতি।

এই তিনটি দিক একত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন করে।

৪.৩ ব্যক্তিগত জীবনব্যবস্থায় ইসলামের দিকনির্দেশনা

ইসলাম ব্যক্তিকে এমন জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়, যাতে সে আল্লাহভীরু, নৈতিক ও আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়।

একজন মুসলিমের ব্যক্তিজীবন নির্ভর করে —
তাকওয়া (আল্লাহভীতি),
ইখলাস (নিষ্ঠা),
সবর ও শুকর,
সততা ও আমানতদারি,
আত্মসংযম ও নৈতিকতা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —
"....যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার)কোন না কোন পথ বের করে দিবেন। ."
(সূরা আত-তালাক: ২)

ইসলাম মানুষকে শুধু আল্লাহভীরু বানায় না, বরং তার চিন্তা, কর্ম ও মনোভাবকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

৪.৪ পারিবারিক জীবনে ইসলামী বিধান

পরিবার সমাজের মৌলিক একক। ইসলাম পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ একটি সুশৃঙ্খল পরিবারই নৈতিক সমাজ গঠনের ভিত্তি।

৪.৪.১ বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধন
ইসলাম বিবাহকে ইবাদত হিসেবে দেখেছে, যা শুধু দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

وانكحوا الايامي منكم.....
"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করো....."
(সূরা আন-নূর: ৩২)
ইসলাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে।

৪.৪.২ নারী-পুরুষের মর্যাদা
ইসলাম নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এমনভাবে, যা ইতিহাসে অনন্য।

নারীকে সম্মান, উত্তরাধিকার, শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে—যা পূর্বে কোনো ধর্ম দেয়নি।

“আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।”
(সূরা আল-হুজরাত: ১৩)

৪.৪.৩ সন্তান প্রতিপালন
ইসলাম সন্তানদের সঠিক লালনপালনকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে।
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব যেমন আছে, তেমনি সন্তানের প্রতিও পিতা-মাতার দায়িত্ব রয়েছে।

৪.৫ সামাজিক জীবনে ইসলামী নীতিমালা

ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়, যেখানে সবাই সমান মর্যাদাপূর্ণ।
এ সমাজে নেই বর্ণবাদ, শ্রেণিবৈষম্য বা অর্থনৈতিক নিপীড়ন।

আল্লাহ তায়া’লা কুরআনে বলেছেন -
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

“মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও।”
(সূরা আল-হুজরাত: ১০)

আল্লাহপাক কুরআনে বলেন :
ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى .....

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দেন ন্যায়, উত্তম আচরণ ও আত্মীয়দের সাহায্য করতে.....,”
(সূরা আন-নাহল: ৯০)

ইসলামী সমাজে—

পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহযোগিতা, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, অপরের অধিকার রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মুসলিম সমাজে সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে।

৪.৬ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়, ভারসাম্য ও মানবকল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখানে মূলনীতি হলো— রিবা (সুদ) হারাম, যাকাত ফরজ, এবং ন্যায্য লেনদেন হালাল।

৪.৬.১ সম্পদের মালিকানা

ইসলামে মূল মালিক আল্লাহ; মানুষ কেবল আমানতদার।

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض.....

"তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (নিজের) প্রতিনিধি করেছেন..... ।"

(সূরা ফাতির: ৩৯)

৪.৬.২ সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ

সুদ সমাজে বৈষম্য ও শোষণ সৃষ্টি করে, তাই ইসলাম একে হারাম ঘোষণা করেছে।

".....আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন.....।"

(সূরা আল-বাকারা: ২৭৫)

৪.৬.৩ যাকাত ও দান

যাকাত ধনীদের সম্পদকে পবিত্র করে এবং গরিবের অধিকার নিশ্চিত করে।

পবিত্র কুরআনে এসেছে -

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم

"তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের অধিকার।"

(সূরা আয-যারিয়াত: ১৯)

এই পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলাম সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

৪.৭ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামো ন্যায়, পরামর্শ ও দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে।
একটি ইসলামী রাষ্ট্রে ক্ষমতা আল্লাহর আমানত, আর শাসকের কাজ হলো জনগণের সেবা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দেন যে, তোমরা আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দেবে যাদের প্রাপ্য।"
(সূরা আন-নিসা: ৫৮)

ইসলামী রাজনীতির মূলনীতি হলো:
১ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of Allah)
২ পরামর্শ (Shura)
৩ ন্যায়বিচার (Justice)
৪ জবাবদিহিতা (Accountability)
এই নীতিগুলোই ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মানবকল্যাণমুখী করে তোলে।

৪.৮ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও শান্তিবাদ

ইসলাম কেবল মুসলিমদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা করে।
ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি হলো— ন্যায়, শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতা।
لا إكراه في الدين ..
"ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই.....।"
(সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)

ইসলাম যুদ্ধকে অনুমতি দিয়েছে কেবল আত্মরক্ষার জন্য, অন্যায় আক্রমণের জন্য নয়।
একটি ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা শান্তি, ন্যায় ও মানবিক মর্যাদার প্রতীক।

৪.৯ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

ইসলাম জ্ঞানকে জীবনের আলো মনে করে।মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কুরআনে প্রথম যে বানী এসেছে সেটা হল -

اقرأ باسم ربك الذي خلق -

“পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।”
(সূরা আল-আলাক: ১)

শিক্ষা ইসলামী সমাজে শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান নয়; বরং বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইতিহাস, অর্থনীতি—সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত।
ইসলামী সংস্কৃতিতে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও সংগীতেরও সুষম বিকাশ দেখা যায়, যা নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে না।

৪.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি সমন্বিত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

ব্যক্তিগত চরিত্র থেকে রাষ্ট্রনীতি পর্যন্ত, ইসলাম একটি সুষম, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবকল্যাণমুখী জীবনপদ্ধতি।

▨ পঞ্চম অধ্যায়: আধুনিক যুগে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা

৫.১ ভূমিকা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির, এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের যুগ।
মানবসভ্যতা উন্নতির শিখরে পৌঁছালেও, একই সঙ্গে নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অশান্তি, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও মানসিক অস্থিরতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম তার চিরন্তন নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা আজও মানবতার জন্য একমাত্র মুক্তির পথ উপস্থাপন করে।
ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা আধুনিক বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ,
কারণ এর মূল উৎস — আল্লাহর নির্দেশনা ও নবুওয়াতের শিক্ষা — কখনও পুরোনো হয় না।

"আমি তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে ইসলামকে পরিপূর্ণ করলাম....."।
(সূরা আল-মায়িদাহ: ৩)

❀ ৫.২ আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ ও মানবজাতির সংকট

৫.২.১ নৈতিক ও পারিবারিক অবক্ষয়

আজকের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে সফল হলেও নৈতিক দিক থেকে ভীষণভাবে দুর্বল। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, পারিবারিক ভাঙন, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা — এসব সমাজে ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
ইসলাম এই সমস্যাগুলোর সমাধান দেয় —
নৈতিক শৃঙ্খলা ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে,
পরিবারকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংরক্ষণ করে,
সমাজে দায়িত্ববোধ ও আত্মসংযমের চেতনা জাগিয়ে।

".....যে আল্লাহকে ভয় করে,আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন ।"
(সূরা আত-তালাক: ৪)

৫.২.২ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ

আধুনিক বিশ্বে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র আরও দরিদ্র।

সুদনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পুঁজিবাদ ও মুনাফাকেন্দ্রিক বাজারনীতি সমাজে অন্যায় ও শোষণ সৃষ্টি করেছে।

ইসলাম এই অবিচারের সমাধান দেয় যাকাত, ইনফাক, সুদবিহীন লেনদেন ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

"যাকাত তাদের সম্পদকে পবিত্র করে।"

(সূরা আত-তাওবা: ১০৩)

ইসলামী অর্থনীতি ন্যায্য বণ্টন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা দেয়।

৫.২.৩ মানসিক চাপ ও আত্মিক শূন্যতা

প্রযুক্তি ও বস্তুবাদের যুগে মানুষ আরাম পেয়েছে, কিন্তু মানসিক শান্তি হারিয়েছে। আধুনিক মানুষ একাকিত্ব, হতাশা ও অস্থিরতায় ভুগছে।

ইসলাম আত্মার প্রশান্তির পথ শেখায় —নামাজ ও জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ,

জীবনের উদ্দেশ্য ও মৃত্যুর পর জীবনের সচেতনতা,

আত্মসমর্পণ ও কৃতজ্ঞতার চেতনা।

"নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়।"

(সূরা আর-রা'দ: ২৮)

৫.৩ বিজ্ঞান ও ইসলামের সম্পর্ক

ইসলাম কখনো বিজ্ঞানকে বিরোধিতা করেনি; বরং জ্ঞান অর্জনকে ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়।

"বলুন, যারা জানে তারা কি সমান হতে পারে তাদের সঙ্গে যারা জানে না?"

(সূরা আয-যুমার: ৯)

আধুনিক বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই কুরআনের সত্যতা প্রকাশ পাচ্ছে —
ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology),
মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ,
পর্বতমালা ও সমুদ্রবিজ্ঞান
শরীরতত্ত্ব— সব ক্ষেত্রেই কুরআন যুগ যুগ আগে সত্য ঘোষণা করেছে।

৫.৪ ইসলামী নৈতিকতা ও আধুনিক সমাজ

ইসলামের নৈতিক ভিত্তি এমন যে, তা যেকোনো সমাজে প্রযোজ্য।
যেমন—
সততা,
ন্যায়বিচার,
করুণা,
পারস্পরিক সম্মান,
পরোপকারিতা।
এগুলো আধুনিক সমাজের টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি।
পাশ্চাত্য সমাজ যেখানে আইনের ভয় দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, ইসলাম আল্লাহভীতি ও অন্তরের নৈতিকতা দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৫.৫ পরিবেশ ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আজকের বিশ্বে পরিবেশ দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার মানবতার বড় চ্যালেঞ্জ।
ইসলাম শেখায় — মানুষ পৃথিবীর খলিফা (অভিভাবক), ধ্বংসকারী নয়।
আল্লাহ পাক কুরআন এরশাদ করেছেন-

“দুষ্কৃতিকারীর মত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।”
(সূরা আল-বাকারা: ৬০)

ইসলাম পরিবেশ রক্ষার জন্য উৎসাহিত করে:
বৃক্ষরোপণ,

পানি সংরক্ষণ,
প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি দয়া,
অপচয় পরিহার।
এভাবে ইসলাম ইকো-ফ্রেন্ডলি জীবনধারা শেখায় অনেক আগেই, যা আজ মানবজাতি নতুন করে উপলব্ধি করছে।

৫.৬ নারী অধিকার ও ইসলামের অবস্থান

মানবজাতির অর্ধাংশ নারী। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলাম আগমনের পূর্বে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত ও নিপীড়িত শ্রেণি। তখন আরব সমাজসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারীর কোনো সম্মান, অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। কেউ কেউ মেয়েশিশুকে জীবন্ত কবর দিত, কেউ নারীকে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করত।
এমন অমানবিক অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীর জন্য নিয়ে আসে মুক্তি, মর্যাদা ও সমান মানবিক অধিকার। আল্লাহ তায়ালা নারীকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষের মতোই সম্মানিত মানবসত্তা হিসেবে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একক সত্তা (আদম) থেকে।"
(সূরা আন-নিসা: ১)
ইসলামের আগমনের আগে নারীকে সমাজে বোঝা হিসেবে দেখা হতো।

- আরবে মেয়েশিশু জন্মকে লজ্জার বিষয় মনে করে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো।
- ভারতে বিধবাকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো (সতীদাহ প্রথা)।
- গ্রিস ও রোমে নারী ছিল পুরুষের ভোগ্যবস্তু।
- ইহুদি সমাজে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

ইসলাম এসব বর্বরতা দূর করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ঘোষণা দেয়— নারীও পুরুষের মতোই আল্লাহর সৃষ্টি, উভয়ের মধ্যে মর্যাদার ভিত্তি হলো পরহেজগারি (তাকওয়া)।

২. ইসলামে নারীর মর্যাদার মূলনীতি

(ক) মানবিক মর্যাদা ও সমান অধিকার

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান মানবিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ

"আমি তোমাদের কোনো কর্মীর কাজ নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী।"

(সূরা আলে ইমরান: ১৯৫)

ইসলামে নারী কোনো নিম্নতর সৃষ্টি নয়; বরং উভয়েই একে অপরের পরিপূরক—

"নারীদের জন্য রয়েছে তাদের উপর যেমন অধিকার, তেমনি তাদেরও উপর কর্তব্য আছে।"

(সূরা আল-বাকারা: ২২৮)

(ক) আধ্যাত্মিক মর্যাদা

নারীও পুরুষের মতোই ইমান, আমল ও তাকওয়ার দ্বারা আল্লাহর কাছে মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী... আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন ক্ষমা ও মহান পুরস্কার।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৫)

(খ) শিক্ষার অধিকার

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

এই হাদীসে "মুসলিম" শব্দটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। তাই ইসলামে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই; বরং নারী শিক্ষিত হলেই সমাজ ও পরিবার সুশিক্ষিত হয়।

(গ) অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামে নারীকে নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজের উপার্জন, মেহর, উত্তরাধিকার বা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত অর্থের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষদের জন্য আছে তাদের উপার্জনের অংশ, নারীদের জন্যও আছে তাদের উপার্জনের অংশ।" (সূরা আন-নিসা: ৩২)

(ঘ) পারিবারিক মর্যাদা

ইসলামে নারীকে মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন হিসেবে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে।

- মা হিসেবে:

  এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, " তোমার মা" —

  সে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরপর কার?"
  তিনি বললেন, "তোমার মা।"
  আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এরপর কার?"
  বললেন, "তোমার মা।"
  তারপর বললেন, "এরপর তোমার পিতা।" (বুখারী ও মুসলিম)

  এতে বোঝা যায়, মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বেশি।

- স্ত্রী হিসেবে:

  রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —
  "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিজি)

- কন্যা হিসেবে:

  নবী ﷺ বলেন —
  "যে ব্যক্তি দুই কন্যাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করবে, সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।" (মুসলিম)

৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

ইসলামী ইতিহাসে নারী সমাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

- খাদিজা (রাঃ) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সহধর্মিণী।

- আয়েশা (রাঃ) ছিলেন ইসলামের অন্যতম বড় আলেমা; বহু হাদীস তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত।

- উম্মে সালামা (রাঃ), শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ নারীরা প্রশাসনিক ও চিকিৎসা কার্যেও যুক্ত ছিলেন।

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে— তবে শালীনতা ও ইসলামি বিধানের সীমার মধ্যে থেকেই।

৫. নারীর পর্দা ও মর্যাদা

ইসলাম নারীকে পর্দার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিয়েছে, যা কোনো বাধা নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

"হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীদের বলো যেন তারা নিজেদের উপর চাদর টেনে নেয়।" (সূরা আহযাব: ৫৯)

৬. ইসলামের আলোকে নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা

আধুনিক বিশ্বে নারী স্বাধীনতার নামে নারীর মর্যাদা বিনষ্ট হচ্ছে। আধুনিকতার নামে নারীকে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা শেখানো হচ্ছে, ভোগ্যপন্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইসলাম নারীকে সেই স্বাধীনতা দিয়েছে, যা তাকে সম্মানিত করে, লাঞ্ছিত নয়। পশ্চিমা সভ্যতা নারীকে স্বাধীনতার নামে বাজারজাত করেছে, কিন্তু ইসলাম নারীকে দিয়েছে মর্যাদার আসন, লজ্জা ও শালীনতার আবরণে সুরক্ষা।

ইসলামে নারীর মর্যাদা কেবল কথার নয়, বাস্তব জীবনে প্রমাণিত। ইসলাম নারীকে দিয়েছে— মানবিক সম্মান, শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা, আখিরাতে সমান প্রতিদান।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে রক্ষা করে তার নারীত্বের সৌন্দর্য ও মর্যাদা বজায় রাখে, যা আজকের সমাজে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য।

".....তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক কোন কর্মীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না..... ।"

(সূরা আল-ইমরান: ১৯৫)

৫.৭ ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বশান্তি

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক হিংসা ও বর্ণবাদের মধ্যে ইসলাম শান্তির বার্তা দেয়।

"ইসলাম" শব্দেরই অর্থ শান্তি, আত্মসমর্পণ ও নিরাপত্তা।

ইসলামী সমাজে শাসক ও জনগণ উভয়েই আল্লাহর বিধানের অধীন,

এ কারণেই সেখানে অন্যায়, দুর্নীতি ও বৈষম্য টিকতে পারে না।

“আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের আদেশ দেন।” (সূরা আন-নাহল: ৯০)

৫.৮ ইসলামী অর্থনীতি ও আধুনিক ফিনান্স ব্যবস্থা

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদনির্ভর, কিন্তু ইসলাম রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।
এর বিকল্প হিসেবে ইসলামিক ব্যাংকিং, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা প্রভৃতি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে—
যা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।
বর্তমানে ইসলামিক ফাইন্যান্স একটি দ্রুত বর্ধনশীল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধারা,
যা ন্যায্য বণ্টন ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করছে।

৫.৯ আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী রাজনীতিতে ক্ষমতা হলো দায়িত্ব, শাসন নয়।
শাসক জনগণের সেবক, আর আইন আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে পরিচালিত।
এই নীতিই আধুনিক গণতন্ত্রের চেয়েও উন্নত, কারণ এতে নৈতিক জবাবদিহিতা রয়েছে।
ইসলামী শূরা (পরামর্শ) পদ্ধতি জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতার শিক্ষা দেয়।

৫.১০ উপসংহার

এই অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি —
যুগ যতই অগ্রসর হোক, ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা ততই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।
বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে হয়তো প্রযুক্তি দিয়েছে, কিন্তু আত্মিক শান্তি ও ন্যায়বিচার দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
ইসলাম সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবতার প্রতিটি চাহিদার উত্তর দিতে সক্ষম।
এ কারণেই ইসলাম কেবল অতীতের ধর্ম নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানসম্মত ও নৈতিক জীবনদর্শন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামের সার্বজনীনতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

৬.১ ভূমিকা

ইসলাম কোনো জাতি, ভাষা বা ভূখণ্ডের ধর্ম নয়; বরং পুরো মানবজাতির জন্য এক সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন —

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.....

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি.... ।"

(সূরা সাবা: ২৮)

এই ঘোষণাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম শুধু আরবদের জন্য নয়, বরং পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য।

একইসঙ্গে ইসলাম এমন এক জীবনদর্শন, যা বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রকৃতি ও সৃষ্টির নিয়মের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

৬.২ ইসলামের সার্বজনীনতার অর্থ

"সার্বজনীনতা" বলতে বোঝানো হয় — এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা সময়, স্থান, জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।

ইসলামের সার্বজনীনতা প্রকাশ পায় নিম্নলিখিত দিকগুলোতে —

১ আকীদায় সার্বজনীনতা:

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; তিনি সমগ্র মানবজাতির রব।

الحمد لله رب العالمين

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

(সূরা আল-ফাতিহা: ২)

২ শরীয়তে সার্বজনীনতা:

ইসলামী শরীয়াহ এমন নীতিতে গঠিত যা সকল সময় ও পরিবেশে প্রযোজ্য।

যেমন— ন্যায়বিচার, সততা, দায়িত্ববোধ, করুণা, পারস্পরিক অধিকার ইত্যাদি।

৩ নৈতিকতায় সার্বজনীনতা:
সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সহমর্মিতা ও পরোপকার — এগুলো সর্বজনীন মূল্যবোধ, যা ইসলাম শিক্ষা দেয়।

৪ মানবাধিকারে সার্বজনীনতা:
ইসলাম প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ, ধর্ম ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার দিয়েছে।

".....কারণ ব্যতীত যে কাউকে হত্যা করবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল.....।"
(সূরা আল-মায়িদাহ: ৩২)

৬.৩ ইসলামের বিশ্বজনীন বার্তা

ইসলাম সব জাতি ও বর্ণের মানুষকে এক ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করেছে।
মুসলিম সমাজে বংশ, বর্ণ, ভাষা বা রঙের কোনো বৈষম্য নেই।
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো.....। "
(সূরা আল-হুজরাত: ১৩)

এই আয়াত মানবসমতার সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা।
ইসলাম শিখিয়েছে—
সকল মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী,
শ্রেষ্ঠতা নির্ধারিত হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে,
জাতিগত গর্ব বা বর্ণবাদ ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করে।

৬.৪ নবুয়ত ও ওহির সার্বজনীন ধারা

ইসলাম বলে— সকল যুগে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন, যারা সবাই একই তাওহিদের বার্তা দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক কুরআনে এরশাদ করেছেন-
"আমি প্রতিটি জাতির মধ্যে এক একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে বিরত থাকো।"
(সূরা আন-নাহল: ৩৬)

এই ধারাবাহিকতার শেষ নবী হলেন মুহাম্মদ ﷺ,
যিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দীন নিয়ে আগমন করেছেন।

কুরআনের আয়াত -
"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও নবীদের শেষ নবী।"
(সূরা আল-আহযাব: ৪০)

৬.৫ ইসলামের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ইসলাম কেবল বিশ্বাসের ধর্ম নয়; এটি জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশীলতার ধর্ম।

কুরআনের শতাধিক আয়াতে মানুষকে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

৬.৫.১ মহাবিশ্বের সৃষ্টি

"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রিত ছিল, পরে আমি তাদের পৃথক করেছি?"
(সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০)

এই আয়াত আধুনিক বিজ্ঞানের "Big Bang Theory"-এর সঙ্গে মিল রেখে ব্যাখ্যা দেয়।

৬.৫.২ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

"আমি আকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছি শক্তি দ্বারা, এবং অবশ্যই আমি তা সম্প্রসারণ করছি।"
(সূরা আয-যারিয়াত: ৪৭)

এটি স্পষ্টভাবে "Expanding Universe"-এর ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬.৫.৩ ভ্রূণতত্ত্ব

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্যবিন্দু থেকে, তারপর তাকে রক্তবিন্দু, পরে মাংসপিণ্ড করেছি।"
(সূরা আল-মুমিনূন: ১২–১৪)
আধুনিক এমব্রায়োলজি এখন এই ধাপগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৬.৫.৪ সাগরের বৈশিষ্ট্য

"তিনি দুই সাগর প্রবাহিত করেছেন, যারা পরস্পরে মিলিত হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক বাধা, তারা অতিক্রম করে না।"
(সূরা আর-রহমান: ১৯–২০)

আজকের বিজ্ঞান "Barriers between seas" নামক প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে এই সত্য নিশ্চিত করেছে।

৬.৬ ইসলাম ও যুক্তিবাদ

ইসলাম অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম নয়; এটি যুক্তি ও প্রমাণের আহ্বান জানায়।

"বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"
(সূরা আল-বাকারা: ১১১)

ইসলামী চিন্তায় বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবোধের সুন্দর সংমিশ্রণ দেখা যায়।
ইমাম গাজ্জালি, ইবনে সিনা, আল-বিরুনী, ইবনে রুশদ প্রমুখ আলেমরা বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৬.৭ ইসলামী সভ্যতার বৈজ্ঞানিক অবদান

ইসলামী সভ্যতা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানে নয়, বরং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অবদান রেখেছে।

উদাহরণস্বরূপ—
ইবনে সিনা (Avicenna): চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক
আল-খাওয়ারিজমি: অ্যালজেব্রার প্রবর্তক (Algebra শব্দটি এসেছে 'Al-Jabr' থেকে)

আল-বিরুনী: ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার পথিকৃৎ

ইবনে হাইসাম: আলোকবিজ্ঞানের জনক

এই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করে — বিরোধিতা নয়।

৬.৮ ইসলামী দৃষ্টিতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা

"যে জানে আর যে জানে না তারা কি সমান হতে পারে?"
(সূরা আয-যুমার: ৯)

ইসলামে জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।
জ্ঞান কেবল দুনিয়াবি উন্নতির জন্য নয়, বরং সৃষ্টিকর্তাকে জানার পথও জ্ঞান।
এই কারণে ইসলামী সভ্যতায় মসজিদ ও মাদ্রাসা ছিল শিক্ষার কেন্দ্র, যেখানে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই শেখানো হতো।

৬.৯ ইসলামের সার্বজনীন মানবতা

ইসলাম মানবতার কল্যাণকে কেন্দ্র করে নির্মিত।
এ ধর্ম মানুষকে ভালোবাসা, দয়া, ন্যায় ও সহযোগিতার শিক্ষা দেয়—
যা কোনো জাতি, ধর্ম বা বর্ণের সীমায় আবদ্ধ নয়।

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী।"
(হাদীস — আল-মুজাম আল-কাবীর)

ইসলামের এই মানবিকতা আজও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

৬.১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে—
ইসলাম কেবল ধর্ম নয়, বরং একটি সার্বজনীন ও বৈজ্ঞানিক জীবনব্যবস্থা।
এটি মানবজাতির সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় যুক্তি, প্রমাণ ও বাস্তবতার আলোকে।
ইসলাম সময়, স্থান ও জাতির সীমা অতিক্রম করে মানবতার মুক্তির বার্তা বহন করে,
এবং বিজ্ঞানের যুগেও এর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

“.....এ কুরআন কোন মিথ্যা রচনা নয়; বরং এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন এবং সর্ববিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা.....।”
(সূরা ইউসুফ: ১১১)

▧ সপ্তম অধ্যায়: ইসলামের বিকৃতি, ভুল ধারণা ও তার প্রতিকার

৭.১ ভূমিকা

ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের বার্তা বহন করে।
তবুও দেখা যায়, আজকের পৃথিবীতে ইসলামের বিষয়ে অসংখ্য ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে।
এর কিছু এসেছে অমুসলিমদের ইচ্ছাকৃত প্রচারণা থেকে, আবার কিছু এসেছে মুসলমানদের নিজেদের ভুল আচরণ ও অজ্ঞতা থেকে।
এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব —
ইসলামের বিকৃত উপস্থাপন,
আধুনিক বিশ্বের ভুল ধারণা,
মুসলমানদের ভুল কর্মকাণ্ড,
এবং
এসবের যথাযথ প্রতিকার।

“তারা তাদের ধর্মকে খেল-তামাশা বানিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে।”
(সূরা আল-আনআম: ৭০)

৭.২ ইসলামের বিকৃতি ও বিভ্রান্তির উৎস

ইসলামের বিকৃতি কোনো একদিনে সৃষ্টি হয়নি।
এর পেছনে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ।

৭.২.১ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃতি
পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামকে সবসময় একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছে।
তারা ইসলামকে ভয় পায়, কারণ ইসলাম ন্যায়, সমতা ও আল্লাহভিত্তিক শাসনব্যবস্থার শিক্ষা দেয়—
যা তাদের ভোগবাদী ও শোষণমূলক রাজনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সেই কারণে, তারা মিডিয়া, শিক্ষা ও রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামকে "সন্ত্রাসবাদ" ও "পশ্চাৎপদতা"-র প্রতীকে পরিণত করতে চেয়েছে।

"তারা মুখে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"
(সূরা আস-সফ: ৮)

৭.২.২ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা

অন্যদিকে, মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও বিভাজন, হিংসা, অজ্ঞতা ও অনৈক্য ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে।
কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া, বিদআত ও কুসংস্কারের প্রচলন, পার্থিব স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করা—
এসবই ইসলামের সৌন্দর্যকে আড়াল করে দিয়েছে।

".....আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে.....।"
(সূরা আর-রা'দ: ১১)

৭.৩ ইসলামের বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহ

৭.৩.১ ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে

এটি সবচেয়ে প্রচলিত ও ভয়াবহ ভুল ধারণা।
বাস্তবে ইসলাম শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবতার ধর্ম।

"যে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"
(সূরা আল-মায়িদাহ: ৩২)

ইসলাম কখনও নিরপরাধ মানুষ হত্যা, সহিংসতা বা অরাজকতাকে অনুমোদন দেয় না।
জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয় — বরং এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আত্মরক্ষার অধিকার।

৭.৩.২ ইসলাম নারীর স্বাধীনতা হরণ করে

আরেকটি প্রচলিত বিভ্রান্তি হলো — ইসলাম নাকি নারীদের বন্দি করে রাখে।
বাস্তবে ইসলামই প্রথম ধর্ম যা নারীদের সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে।
নারীকে মা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে।

"আমি তোমাদের মধ্যে কর্মপরায়ণ কোনো পুরুষ বা নারীর কর্ম নষ্ট করি না।"
(সূরা আল-ইমরান: ১৯৫)

ইসলামে নারীর পর্দা কোনো শোষণ নয়, বরং তা তার মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক।

৭.৩.৩ ইসলাম বিজ্ঞানের বিরোধী

অজ্ঞতার কারণে অনেকেই মনে করে ইসলাম অগ্রগতির পথে বাধা।
কিন্তু বাস্তবে ইসলামই প্রথম সভ্যতা যা বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শনের বিকাশ ঘটায়।
"বলুন, যারা জানে তারা কি সমান হতে পারে তাদের সঙ্গে যারা জানে না?"
(সূরা আয-যুমার: ৯)

৭.৩.৪ ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি বৈরী

ইসলাম কখনো অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি ঘৃণা শেখায় না। বরং ইসলাম শিক্ষা দেয় সহাবস্থান, ন্যায় ও করুণার।

"আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না সেইসব লোকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে, যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করেনি.....।"
(সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮)

৭.৪ ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার পেছনের কারণ

১ ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা
২ কুরআনের আংশিক উদ্ধৃতি ব্যবহার
৩ ভ্রান্ত ধর্মীয় নেতা বা রাজনৈতিক এজেন্ডা
৪ মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী জ্ঞানের অভাব
৫ পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষপাতমূলক প্রচারণা

এই সব মিলিয়ে ইসলামকে এক ভয়াবহভাবে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭.৫ ইসলামের প্রকৃত চিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়

৭.৫.১ কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন

সবচেয়ে আগে মুসলমানদের ফিরে আসতে হবে মূল উৎসে —
আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা।
তাহলেই প্রকৃত ইসলামের আলো পুনরায় পৃথিবীতে বিকশিত হবে।

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.....

“তোমরা সবাই আল্লাহর দড়ি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না।”
(সূরা আল-ইমরান: ১০৩)

৭.৫.২ ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার

মুসলমানদের জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ও গবেষণায় অগ্রণী হতে হবে।
মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

৭.৫.৩ মিডিয়া ও সাহিত্য মাধ্যমে ইসলামের সঠিক উপস্থাপন

আজকের যুগে মিডিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।
আমাদের দরকার— চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, সাহিত্য ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইসলামের ইতিবাচক বার্তা ছড়ানো, ভুল ধারণার জবাবে জ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া।

৭.৫.৪ ঐক্য ও আত্মশুদ্ধি

ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে তখনই, যখন মুসলমানরা নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হবে,
নৈতিকতা অর্জন করবে, এবং নিজের জীবনে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ করবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন —
"মুমিন মুমিনের জন্য দেয়ালস্বরূপ; তারা পরস্পরকে শক্ত করে ধরে রাখে।"
(সহিহ বুখারি)

৭.৬ আধুনিক বিশ্বে ইসলামের ইতিবাচক পরিবর্তন

আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকলেও, প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। কারণ তারা ইসলামকে যুক্তি, ন্যায় ও শান্তির ধর্ম হিসেবে পাচ্ছে।
পাশ্চাত্য গবেষকরাও এখন ইসলামী সভ্যতা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করছে।

"যখন সত্য এসে যায়, তখন মিথ্যা বিলুপ্ত হয়; নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই কথা।"
(সূরা আল-ইসরা: ৮১)

৭.৭ উপসংহার

ইসলামের বিকৃতি মূলত মানুষের অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতমূলক প্রচারণার ফল।
কিন্তু ইসলাম নিজে কখনো বিকৃত হয়নি;
এটি আজও আল্লাহর সংরক্ষিত সত্য ধর্ম, যেমনটি ছিল ১৪০০ বছর আগে।
প্রকৃত ইসলামকে বুঝতে হলে প্রয়োজন —কুরআন ও হাদীসের গভীর অধ্যয়ন, নৈতিক শুদ্ধতা,

এবং মুসলমানদের আচরণে ইসলামের আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন।

যখন মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য, জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতি ঘটাবে, তখন ইসলামের ভুল ধারণা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে এবং বিশ্ব আবার আল্লাহর ন্যায়ভিত্তিক শান্তির আলোয় আলোকিত হবে।

অষ্টম অধ্যায়: ইসলামের ভবিষ্যৎ ও মানবতার মুক্তি

৮.১ ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব অস্থিরতা, অন্যায়, যুদ্ধ, বৈষম্য ও নৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। মানুষ প্রযুক্তিতে উন্নত হলেও আত্মিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছে।

ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষ বস্তুবাদে নিমজ্জিত হয়েছে, যার ফল— অসন্তুষ্টি, মানসিক অস্থিরতা, পারিবারিক ভাঙন ও নৈতিক অবক্ষয়।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম আবারও একমাত্র ধর্ম হিসেবে মানবতার মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে উঠছে।

ইসলাম শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়; বরং এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানব জীবনের প্রতিটি দিক—

আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুষম দিকনির্দেশনা দেয়।

৮.২ আধুনিক বিশ্বের সংকট ও ইসলামের সমাধান

৮.২.১ নৈতিক সংকট

আজ মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রতারণা, অশ্লীলতা, মিথ্যা, লালসা ও হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে।

ইসলাম এই নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিষেধক, কারণ এটি তাকওয়া (আল্লাহভীতি) শেখায়।

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ করেছেন, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী।”

(সূরা আল-হুজরাত: ১৩)

৮.২.২ সামাজিক অবিচার

সমাজে শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণ বেড়ে গেছে।

ইসলাম শেখায়, সব মানুষ সমান — জাতি, বর্ণ, ভাষা বা সম্পদে নয়; বরং ন্যায় ও পরহেজগারিতায় পার্থক্য।

জাকাত, সদকা, ও মজলুমের পাশে দাঁড়ানো ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূল চেতনা।

৮.২.৩ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধনীদের ধনী ও গরিবদের গরিব করে তুলছে।
ইসলামী অর্থনীতি সুদবিহীন, ন্যায়ভিত্তিক এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।

“যেন ধন-সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।”
(সূরা আল-হাশর: ৭)

ইসলামের এই নীতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক শোষণের স্থায়ী সমাধান দিতে সক্ষম।

৮.২.৪ মানসিক ও আত্মিক সংকট
মানুষের মন এখন দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ ও আত্মশূন্যতায় ভুগছে। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর স্মরণে শান্তি খুঁজতে শেখায়।

“স্মরণ রেখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ হয়।”
(সূরা আর-রা‘দ: ২৮)

এই আত্মিক শান্তিই মানবতার প্রকৃত মুক্তি।

৮.৩ ইসলামের বৈশ্বিক বিস্তার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বর্তমানে ইসলাম বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল ধর্ম।
পশ্চিমা সমাজের অনেক শিক্ষিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে— কারণ তারা এতে খুঁজে পাচ্ছে যুক্তি, শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা।

গবেষণায় দেখা গেছে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই বলে—
“ইসলাম আমাকে শান্তি দিয়েছে, জীবনের উদ্দেশ্য শিখিয়েছে।”
ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা নতুনভাবে পরিচিতি পাচ্ছে।
এটি প্রমাণ করে, ইসলামকে কেউ দমন করতে পারে না; কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অবিনশ্বর সত্য।

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

“তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন যদিও মুশরিকগন অপছন্দ করে। ”
(সূরা আত-তাওবা: ৩৩)

৮.৪ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ

ইসলামী সভ্যতা এক সময় ছিল জ্ঞানের কেন্দ্র,
যেখানে জন্ম নিয়েছিল—
গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান,
সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য ও ন্যায়বিচারের অসাধারণ দৃষ্টান্ত।
আজ সেই সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে যদি মুসলমানরা —
১ কুরআন ও হাদীসকে জীবনের কেন্দ্র করে,
২ শিক্ষা ও গবেষণায় নেতৃত্ব গ্রহণ করে,
৩ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ন্যায়ের সমাজ গড়ে তোলে,
৪ এবং ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে সাহসী হয়।

৮.৫ ইসলামের আলো মানবতার মুক্তির পথ

ইসলাম মানবতাকে তিনটি মূল ভিত্তিতে মুক্তি দেয় —

১ আকীদার মুক্তি: মানুষকে বহু দেবতার পূজা থেকে এক আল্লাহর ইবাদতে আহ্বান করে।

২ নৈতিক মুক্তি: আত্মাকে পাপাচার, অহংকার ও অশ্লীলতা থেকে শুদ্ধ করে।

৩ সামাজিক মুক্তি: সমাজে ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা ও সমতার ভিত্তি স্থাপন করে।

এই তিনটি স্তম্ভই এমন এক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে যা কেবল মুসলমানদের নয়, পুরো মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

“আপনাকে পাঠানো হয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত হিসেবে।”
(সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)

৮.৬ ইসলামের ভবিষ্যৎ: আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন—

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
“তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো পরিপূর্ণ করবেনই যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে ।”
(সূরা আস-সফ: ৮)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ইসলাম চিরন্তন; কোনো শক্তি কখনও এটিকে নিভিয়ে দিতে পারবে না। সময়ের সাথে সাথে, যখন মানুষ সকল কৃত্রিম আদর্শে ব্যর্থ হবে, তখন তারা ইসলামেই ফিরে আসবে — কারণ ইসলামই একমাত্র স্থায়ী সত্য।

৮.৭ উপসংহার

মানবতা আজ যে অস্থিরতায় নিমজ্জিত, তার একমাত্র সমাধান ইসলাম।
এটি কেবল নামাজ-রোজার ধর্ম নয়, বরং জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ সংবিধান।
ইসলাম এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা দেয়, যেখানে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিহিত।
যে সমাজ ইসলামকে গ্রহণ করবে, সে সমাজে আসবে—
ন্যায়, শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা।
আর যে সমাজ ইসলাম থেকে দূরে থাকবে, সেখানে আসবে অশান্তি, অন্যায় ও ধ্বংস।

সুতরাং ইসলামের ভবিষ্যৎ কেবল উজ্জ্বলই নয় —
বরং এটি মানবতার একমাত্র আশার প্রতীক।

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
“আপনি বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই কথা।”
(সূরা আল-ইসরা: ৮১)

▨ নবম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ

৯.১ ভূমিকা

মানব ইতিহাসে এমন কোনো সময় ছিল না যখন মানুষ শান্তি, ন্যায়বিচার ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক সভ্যতা পর্যন্ত— মানুষ সবসময় এমন এক আদর্শ খুঁজেছে যা তাকে সত্যিকারের মুক্তি ও প্রশান্তি দিতে পারে।

বহু মতবাদ, দর্শন, ও ধর্ম আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকতে পেরেছে কেবল ইসলাম।

এই গবেষণাপত্রে আমরা বিশ্লেষণ করেছি কেন ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং কেন এটি মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

এখন আমরা সংক্ষেপে সেই গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারগুলো উপস্থাপন করব।

৯.২ গবেষণার সারসংক্ষেপ

১ ইসলামের সত্যতার মূল প্রমাণ:

ইসলাম কোনো মানুষের উদ্ভাবিত দর্শন নয়; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত জীবনবিধান।

কুরআন ও হাদীসের সংরক্ষিত দলিল প্রমাণ করে— ইসলাম বিকৃত হয়নি, বরং এটি আজও শুদ্ধ ও অকৃত্রিম অবস্থায় রয়েছে।

২ ইসলাম ও পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর পার্থক্য:

পূর্ববর্তী ধর্মগুলো মূলত এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে বিকৃত হয়ে পড়েছে।

ইসলাম এসেছে সেই বিকৃতি দূর করতে এবং নবী-রাসূলদের বার্তাকে পূর্ণতা দিতে।

৩ ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা:

ইসলাম শুধু উপাসনা নয়— এটি সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, পারিবারিক জীবন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি— সব ক্ষেত্রেই দিকনির্দেশনা দেয়।

অর্থাৎ ইসলাম এমন এক সমন্বিত জীবনব্যবস্থা যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়।

৪ আধুনিক যুগে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা:

যেখানে পশ্চিমা সভ্যতা মানসিক ও নৈতিক সংকটে পতিত, সেখানে ইসলাম দেখিয়েছে— সত্যিকারের অগ্রগতি কেবল নৈতিকতা, জ্ঞান ও আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজেই সম্ভব।

৫ ইসলামের বিকৃতি ও ভুল ধারণা:

ইসলামের বিকৃতি এসেছে মানুষের অজ্ঞতা, রাজনৈতিক স্বার্থ ও মিডিয়ার ভুল উপস্থাপনার কারণে।

কিন্তু ইসলাম কখনো বিকৃত হয়নি— বিকৃত হয়েছে শুধু মানুষের বোঝাপড়া।

৬ মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ:

ইসলাম এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদর্শন প্রদান করে যা হৃদয়ে শান্তি আনে, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, এবং জাতি-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করে।

৯.৩ গবেষণার মূল ফলাফল

◇ ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে টিকে আছে।

◇ ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ আত্মশুদ্ধি, সামাজিক দায়িত্ব ও আখিরাতের প্রস্তুতির শিক্ষা দেয়।

◇ ইসলামী সমাজব্যবস্থা আধুনিক সমাজে টেকসই উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের বাস্তব মডেল হতে পারে।

◇ ইসলাম নারীর মর্যাদা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সামাজিক ঐক্যের পথপ্রদর্শক।

৯.৪ বর্তমান বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্বে অন্যায়, যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবজাতি আজ দিশেহারা; তারা বস্তুবাদে সুখ খুঁজে পাচ্ছে না।

এমন অবস্থায় ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা যা—

মানুষের হৃদয়ে আল্লাহভীতি ও মানবপ্রেম সৃষ্টি করে,

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে, ও পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়।

كنتم خير امة اخرجت للناس....

“তোমরা সর্বোত্তম জাতি; তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য.....”
(সূরা আলে ইমরান: ১১০)

৯.৫ সুপারিশসমূহ

এই গবেষণার আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো—

১ শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের সংযোজন:
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইসলামী নৈতিকতা ও চরিত্রগঠনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

২ ইসলামী গবেষণা ও প্রচারণা জোরদার করা:
আধুনিক প্রযুক্তি, মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

৩ ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা:
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দূর করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

৪ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন:
সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা জরুরি।

৫ নারী ও যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশ:
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী ও তরুণদের শিক্ষিত, সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

৬ আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসলামের ইতিবাচক চিত্র উপস্থাপন:
বিদেশি মিডিয়ার ভুল ধারণার মোকাবিলায় ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় ভূমিকা জরুরি।

৯.৬ ইসলামের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

ইসলামের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আশাব্যঞ্জক, কারণ এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুত সত্য ধর্ম।
বিশ্ব যতই বস্তুবাদে নিমজ্জিত হোক, মানুষ একসময় সত্যের সন্ধানে ইসলামের কাছেই ফিরে আসবে।

“আল্লাহর ধর্মই সর্বোত্তম ধর্ম; আর কে আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধান দিতে পারে?”
(সূরা আল-মায়িদাহ: ৫০)

মুসলমানদের দায়িত্ব হলো এই সত্য ধর্মের সঠিক চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরা— আচরণে, জ্ঞানে ও সমাজে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

৯.৭ চূড়ান্ত উপসংহার

এই গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে—
ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
এটি মানুষের হৃদয়, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—
সকল পর্যায়ে ন্যায়, শান্তি, সমতা ও করুণার শিক্ষা দেয়।
যে ব্যক্তি ইসলামকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে, তার হৃদয়ে প্রশান্তি আসবে;
যে সমাজ ইসলামকে গ্রহণ করবে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায় ও মানবতার বিজয়।
ইসলাম কেবল অতীতের নয়— এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশারি।
এমন এক আলোকবর্তিকা, যা কখনো নিভে যাবে না,
যতক্ষণ মানুষ সত্যের সন্ধানে থাকবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

“আপনি বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই কথা।” (সূরা আল-ইসরাঈল: ৮১)